আসল ! আসল !! আসল !!!

ছহি বড় জঙ্গে শাহমাদার

ও বড় পীরের লুকোচুরি খেল

ছায়াদ আলি খোন্দকার মরহুম সাহেব—প্রণীত

কলিকাতা—১১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, ওসমানিয়া লাইব্রেরী হইতে
মোহাম্মদ নূরল ইসলাম দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা ১০ বি, পাটওয়ারবাগান লেন, ওসমানিয়া মেসিন প্রেসে
মোহাম্মদ কোরবান আলী দ্বারা মুদ্রিত
সন ১৩৩৪ সাল।

✽ আল্লাহো আকবর ✽

✽ এলাহি ভরসা ✽

জঙ্গে শাহ মাদার

পহেলা আউজো বিল্লা খোদার কালাম ॥ মোহাম্মদ মস্তফা নবি আলায় হেচ্ছালাম ✽ মোহাম্মদ নবি বিনে নাহিকো ভরসা ॥ সংসার অসার জানো সকল নৈরাসা ✽ নুর মোহাম্মদ নবি সৃজন করিয়া ॥ পয়গম্বর দিন এছলাম দিল প্রকাশিয়া ✽ পয়গম্বর এক লাখ চব্বিশ হাজার ॥ তার বিচে মোহাম্মদ সবার ছরদার✽আপনার নুরে তারে করিলেক পাক ॥ যার সানে লৌলা কালমা খালকা তোল আফলাক ✽ ফেরেস্তা সকলে যারে নোওাইল ছির ॥ ছুরে এয়াছিনেতে আছে তারিফ জাহির ✽ আগেকার কেতাব যত মনছুখ করিল ॥ ফোরকান সবার পর বাহাল রাখিল ✽ খোদার দোস্ত মোহাম্মদ সকলের সার ॥ গোনাগার উম্মত লোগে করিবেন উদ্ধার ✽ খোদায় করিম যবে হইবেন কাজি ॥ উদ্ধারিতে গোনাগারে নবি হবেন রাজি ✽ খোদার হুকুমে নবি দিন পয়গম্বর ॥ দোজখের গোনাগারে করিবেন উদ্ধার ✽ খালাছ করিয়া নবি বেহেস্ত মাঝারে ॥ খোসালিতে রাখিবেন সকলের তরে✽বহুত আরামে রবে উম্মত রছুল ॥ খোদার দরগায় তারা হবেন মকবুল ✽ হুর পরি ফেরেস্তা গণে হাজের রহিবে ॥ সারাবন তহুরা নবী আপে পেলাইবে ✽ ছুরত নদীর বান ওজুদে বহিবে ॥ রঙ্গ২ মেওাজাত খাইতে পাইবে ✽ কদিমী মাকাম সেই হইবে সবার ॥ হামেসা রহিবে তাতে করিয়া গোলজার ✽ আখেরের কাম করো ভাবো নিরাঞ্জন ॥ পাপ কাম ছেড়ে দিয়া ধর্ম্মে দেহ মন ✽ ভজন সাধন যত আপন কারণ ॥ নবি জেনে চলো

সবে নিকট মরণ * আবুবকর উমর ওছমান সের নর॥ হাজার ছালাম করি সবার উপর*পঞ্চমে ছালাম যে মা-বরকত জননী॥ সশমে ছালাম এমাম ভাই দুই জানি * আর তাঁর আল আওলাদ পরেতে-ছালাম॥ হামদ নাথ এই তক করিনু তামাম*অধীন ছায়াদত আলির ভরসা মামুদ॥ দুনিয়া হইতে বা-ইমানেরাখিও সাবুদ*

* গান *

আউওলে ছালাম রর্বে ছোবহান॥ দুয়েমে ছালাম নবিজিকে * ছিয়েমে ছালাম আলি পাহালওান॥ চাহরমে ছালাম ফাতেমাকে* পঞ্চমে ছালাম দোন ভাই এমাম॥ সশমে ছালাম কারবালাকে * সপ্তমে ছালাম ছিদ্দিক ওছমান॥ অষ্টমে ছালাম ওম্মরফারুকে*

* মাদারের পয়দাস নামা *

মাদার কিরূপে হৈল শোন মন দিয়া॥ রেছালা দেখিয়া আমি লিখি প্রকাশিয়া*শোন সবে মাদারের পয়দাসের বয়ান॥ কিরূপে জাহের হৈল মাদার দেওান * পহেলাতে লিখি আমি তরজমা কোরান॥ সেই রূপ লিখি আমি করিয়া ধিয়ান* সেই আয়েতের মানে শোন বেরাদার॥ হারুত মারুত ছিল নাম দুজনার * এই দুই ফেরেস্তা ছিল আল্লার পিয়ারা॥ যত কিছু ভেদ কথা ভালা আর বুরা * এই দুই ফেরেস্তা মিলী দরগায় আল্লার॥ মোনাজাত করে দোন হৈয়া যারে যার * দুনিয়াতে আদম আসি কিরূপে গোজরান॥ কিরূপে মিলন হয় না জানি সন্ধান * মিলনেতে আওরত মরদ লজ্জত কি পায়॥ বড়ই খাহেস আছে আমা দু-জনায় * আল্লা তালা কহে তবে দোন ফেরেস্তায়॥ আক্কেল নাহিক আছে তোমা দু জনায় * খাক হৈতে আদম পয়দা জানিবে নফছানি॥ তোমরা ফেরেস্তা হও সকল নুরানি * একাম ফেরেস্তা হৈতে না হয় কোথায় ফেরেস্তা হইয়া কেন পড়িবে গোনায় * না শুনিল মানাহি দুই ফেরেস্তা আল্লার॥ আরজ করিল দোন হয়ে বেকারার*খোদা বলে ফেরেস্তা তোরা কি কাম করিলি॥ গোনায় পড়িয়া তোরা দুকুল হারালি * ফরমান হইল দোন ফেরেস্তার পরে॥ আছমান হৈতে নিচে যাও জমিন উপরে * ফেরেস্তা হইয়া আল্লার কথা না মানিয়া॥ গজবে পড়িল দেখ ফেরেস্তা হইয়া * তখনি ফেরেস্তা

দৌবে, আছমান হইতে॥ উতরিয় আইল যান জমিন বিচেতে* হারুত হইল মরদ মারুত আওরত॥ দুই জনা জরু খছম হৈল খুব ছুরত * আওরত মরদের যেমন বেভার পুসিদায়॥ সেই রূপ বেভার করেন দুজনায় * মারুত হামেল হৈল হুকুম আল্লার. আব মনি পেটে যায় করেন চীৎকার * কি হৈল পেটের মাঝে জ্বলিয়া উঠিল॥ হায়২ দুইজনা কান্দিতেলাগিল*হামেল হইলতখন হুকুম অল্লার॥ গড়াগড়ি দুই জনা কান্দে যারে যার * মানা না শুনিয়া মোরা খারাব হইনু॥ আমাদের কবে ভালাই আর না দেখিনু খারাব হইনু মোরা আপনার দোষেতে॥ দোজখে পড়িয়া মোদের হইল জ্বলিতে * কি করিতে কি হইল পেটের মাঝার॥ না জানি পেটেতে হৈল মুস্কিল আজার * ফেরেস্তা হইয়া মোরা কি কাজ করিনু॥ খোদার কহরে মোরা না জেনে পড়িনু*আল্লাতালা আমাদের বাবে করনা নিস্তার॥ তোমা ছাড়া উদ্ধারিতে কেহনাহি আর*বড়২ গোনাগারে উদ্ধার করিলে॥ যে জন ডেকেছে তোমায় পড়িয়া মস্কেলে * বিপদের কাণ্ডারী তুমি ওহে গুণধাম॥ তোমার মহিমা আছে তারন কর্ত্তা নাম* রাখ মার সব পার তোমার এক্তেয়ার॥ দোজাহানের কর্ত্তা তুমি মালেক মোক্তার* বিস্তর কান্দিল দোন ধুলায় পড়িয়া॥ কি গতি হইবে মোদের না দেখি ভাবিয়া* এমন কান্দিল দোন ফেরেস্তা হইয়া॥ চক্ষের পানিতে তাদের বহিলো দরিয়া * রোজ কেয়ামত তাদের হক্কেতে হইল॥ কি গোনা করিয়া তাদের কি দশা হইল * আল্লাতালা বলিল তবে দোন ফেরেস্তায়॥ কান্দিলে কি হবে আর না দেখিউপায় * আদমের হেছাব যখন হাসরে হইবে॥ সেই সাময়েতে হেছাব তোমাদের হবে * যে গোনা করেছো তোমরা মাফ নাহি আর॥ কালে২ রহিতে হবে দোজখ মাঝার * ফরজন্দ আদমের সাতে হেছাব লইবে॥ কেয়ামতের গরমী আজাব সহিতে হইবে * ফেরেস্তা কান্দিয়া বলে দরগায় আল্লার॥ দুনিয়াতে সাজা দিয়া করনা নিস্তার * কেয়ামতে রুছয়া মোদের না করিবে আর॥ দুনিয়াতে আরম্ভ করি করনা উদ্ধার * দোছরা ফেরেস্তারে হুকুম হইল এমত॥ বান্দ দোন ফেরেস্তারে করিয়া মজবুত মগরবের ওক্তে হুকুম হৈল ফেরেস্তায়॥ আচ্ছা করে বান্ধ

কসে মজবুতে দোহায় * তামাম মুছল্লিগণ নামাজ পড়িলে॥ সেই ওক্তে বান্ধিবে সে রসি দিয়া গলে * মজবুত করিয়া জিঞ্জের হাতে পায়ে দিবে॥ দুইজনা একসাতে মড়স্বা করিবে * বান্ধি-বার হুকুম যবে হইল আল্লার॥ সেই ওক্তে লাড়কা পয়দা হইল তাহার * আল্লার কোদরত দেখো কে বুঝিতে পারে দুজনা দেখিয়া লাড়কা ভেবে মরে ডরে * গাছের তলায় তারে ধুলায় ফেলিয়া॥ আছমান তরফে যায় গায়েব হইয়া * লাড়কা রহিল তথা ধুলায় পড়িয়া॥ গায়েব হইল দোন লাড়কায় ছাড়িয়া* এই তক এই খান ফেরেস্তার কথা॥ মাদারের পয়দাস নামা লিখি লাম যথা * ফেরেস্তার আওলাদ হয় মাদার দেওান॥ বরহক জানিবে সবে করিয়া ধিয়ান * বাকি. কেচ্ছা মাদারের আহওাল বয়ান॥ শোন সবে নেক নাম লাগাইয়া কান*আমি বান্দা গোনা গার ছায়াদত আলি নাম॥ কেবল ভরসা রাখি আল্লা নবির নাম* দিন হীনের আরজ এই সকলের জোনাবে॥ কিছু২ দোওা সবে আমারে করিবে*সকলের বাবে আল্লা করুক ভালাই॥ তার পাছে মেরা তরে যা করেন সাই*আকবতে সকলেরে আল্লা সাফাদিবে॥ কালে২ সকলেতে সুখেতে থাকিবে *

* ত্রিপদী *

লাড়কা ফেলিয়া হায়, দোন ফেরেস্তা পালায়, অবলা ছাওাল পড়ে রয়॥ ধুলায় পড়িয়া থাকে, কেহ নাহি দেখে তাকে, বাজবরন সিজের তলায় * বাজে রওায়েতে কয়, মাদার গাছতলারয়, তাতে নাম হইল মাদার * এমন ছুরত গায়, দিয়াছিলেন আল্লা তায়, যেন শশী উদয় হইল * আফতাব মাহতাব তারা, জোহরা ছেতারা ছাড়া, দেখিলে সরমিন্দা হয়ে রয়॥ হুর পরি ফেরেস্তা ছারা, সরমিন্দা হইল তারা, কি কহিব রূপের পরিচয় * মালে কোল মোক্তার সার, দিল রূপ আপনার, সে রূপের কি দিব তুলনা কিবা পুরুষ কিবা নারী, দেখিলে রহিতে নারি, অপরূপ যেন কাঁচা সোনা * ধুলায় পড়িয়া রয়, মাটি নাহি লাগে গায়, মাছিনাহি বসে গায়ে তার॥ কিড়া ও পতঙ্গ যত, সের নর আর কত, আর২ যত জানওার * ঝলমল করে অঙ্গ, দেখে তার রঙ্গ ণঙ্গ, ছুরতের জো-ওার আসে যায়॥ সেরূপ বাহার তার, দেখে জান না বাচে আর,

এমনি ছুরত দিলেন খোদায়*সামাদানে সামাজলে, দীপকরয়েছে জলে, মানিক কাঞ্চন ধুলায় ॥ ছুরতের জোতে-তার, আছমান জমিন আর, চৌদ্দ ভুবন রৌসনি পৌছায়* হুরপরি সরমিন্দাহয়, কিদিব তুলনা তায়, জঙ্গল উজালা করি রয় ॥ একেলা ছাওাল জাতি, নাহি কেহ আছে সাথী, শশী যেন রয়েছে ধুলায়*মা-বাপ ওারেছ তার, নাহি কেহ আছে আর, সোন কিছু আগামীখবর ॥ এমনসমায়তার, আলি করিতেশিকার, রওানা হইল রাহাপর* আলিসাহা জোরওার, হামেসা করিতেনশিকার, সেইদিন ফজরে উঠিয়া ॥ বেছমিল্লাবলিয়া মুখে, ঘোড়ায় চড়িয়াসুখে, রওানা হইল সেকার লাগিয়া*জিনবন্দী করে ঘোড়া, পিন্দিয়া জামাজোড়া, চলিলেনসেকারলাগিয়া ॥ পহেলা যাইয়া দেখে, লাড়কা পড়িয়া সুখে, একেলা সে জমিনে পড়িয়া * বেছমেল্লা বলিয়া সাহা, উতরিল লাড়কা জাহা, মাদারের তলায় আসিয়া ॥ দেখিলেন ফরজন্দ পড়ি, দিতেছেন গড়াগড়ি, লালফুল রয়েছে লাগিয়া*কেহ নাহি সাথি তার, মাবাপ কেহ আর, কেহনাই ওারেছ তাহার ॥ সেই লাড়কাকে দেখিয়া, বাগ২খুসি হৈয়া, লাগাইয়া উপরে কলেজার* বেছমেল্লা বলিয়া মর্দ্দ, দেলেতেপাইয়া দর্দ্দ লিলেন তুলি ছাতি লাগাইয়া ॥ সেকারের আসাছাড়ি, ঘরে আসি দড়বড়ি, খুসিতে যেমহিতহইয়া*বিবীফাতেমার তরে, যাইয়া খবর করে, খোলবিবীঘরেরদুওার ॥ সেকারেযেয়ে সেকার, মেলাইল নৈরাকার, এই লেও সেকার আমার * লাড়কা দিল বিবীর কোলে, বিবী পোছে কুতুহলে, কোথায়তুমি লাড়কা পাইলে ॥ শুনবিবীহাল তার করিতে যাই আমিসেকার, দেখি লাড়কা পড়িয়া জঙ্গলে*আরনাহি সেকার করি, আইলাম ঘরে ফিরি, দেখে লাড়কা খুসি হৈল মন ॥ তুমি এই লাড়কারে পালন করিবে ঘরে, পিয়ার করিয়া করিবে পালন * দোন বেটা এমাম জানি, তিনকে একুই মানি, রাখিবেন নয়নের মাঝে ॥ আপন সেকম হইতে, বকসিলেন পাকজাতে, না পাবেএমন লাড়কাখুজে*বিবীতারেপালন করে, জান বরাবর তারে, রাখে তারে কলেজায় গাথিয়া ॥ দুভাই এমাম চাইয়া, অধিকপিয়ার কিয়া, পালন করে যতন করিয়া * নজর ছাড়া নাহি করে, যেন গলার হার তারে, রাখে লাড়কা ছাতির উপর ॥ আখের পুতলি যেন, অন্য নাহি জানে কোন, মহব্বত হইল বরাবর*হীন ছায়াদত

আলি বলে, মরসিদের পদতলে, দয়া রেখ অধীনের পরে ॥ এইত আরজ মেরা, মকছুদ করহ পুরা, এই আসা তোমার হুজুরে *

* হজরত বড় পীর ছাহেবের সঙ্গে মাদারের *
* লুকো চুরি খেলিবার বয়ান *

* পয়ার ছন্দ * মাদারের উম্মর যখন হৈল পাঁচ সাত ॥ সকল রাখালের সাতে ফেরে একসাত * সকলের সাতেগরু চরায় ময়দানে ॥ গরু চরায়ে ফেরে যেখানে সেখানে * পির অলি সকলে মিলিয়া একসাত ॥ জঙ্গলে ময়দানে ফেরে ছাড় লিয়া হাত * এক দিন এক জনা কহিল এমতি ॥ সিরনি হইবেআজআসিবেএকসাতি মাদার কহিল ভাই সিরনি কিসের ॥ বোঝাইয়া কহ মোনে নাহি রাখ ফের*একথা শুনিয়া ফেরকরিল উত্তর ॥ বড়পিরের সিরনিহবে জানহে সত্তর * একথা শুনিয়া মাদার ক্রোধ যুক্ত হৈয়া ॥ নাম নাহি কহ কেন কিসের লাগিয়া * মাদারে যে জওাব কৈল শুন মন দিয়া ॥ তার নাম লিলে যাবে গর্দ্দান কাটিয়া * এমত নামের তাছির দিয়াছে খোদায় ॥ কহিতে না পারি আমি বলিনু নিশ্চয় * এই কথা শুনিয়া মাদার কহিল তাহারে ॥ কোথায় সে বড় পির দেখাও আমারে * তরস্ত যাইয়া তারে আনিল ডাকিয়া ॥ এই দেখ বড়পির পৌছিল আসিয়া*কহ বড় পিরনাম লইলে তোমার ॥ গর দান কাটিয়া যায় একি চমৎকার * হা ভাই আমার নাম যে জন লইবে ॥ লেওা মাত্রে নাম গর্দ্দান জুদা যে হইবে*কি ভাই সকলের বড় ছোট বুজি মোরা ॥ লইলে তোমার নাম জানে হয় সারা * আচ্ছা ভাই এইখানে সিরনি রাখিয়া ॥ আমরা তকরির করি একাত্র মিলিয়া * সত্ত একরার তুমি করো মোর সাতে ॥ হারিলে গর্দ্দান জুদা নাহি হবে তাতে*এই কথা আগে তুমি একরার করিবে ॥ আগে পিছে ছোটবড় মালুম হইবে*একরার হইল দোন মজবুত হইয়া ॥ কি কাম করিবে তুমি বল বোঝাইয়া * মাদার বলেন ভাই লুকো চুরি খেল ॥ বোঝা যাবে এই বার হইলে কামেল * মাদার কহেন ভাই ছেপাও যাইয়া ॥ পিছেতে যা হবে তাহা লইব বুঝিয়া বড় পির কহে ফের ছেপাও মাদার ॥ বুঝিব তোমার ভেদ যত সমাচার * দু জনেতে এই রূপে কথায়২ ॥ কতক্ষন এই রূপে গোজারিয়া যায় * মাদার কহিলো তুমি সকলের বড়ো ॥

সকল কাজেতে দেখি আছ তুমি দড় * বড় পির আখেরেতে আজেজ হইয়া ॥ নজর হইতে কোথা গেল ছেপাইয়া * দরিয়াতে মাছের যে আণ্ডার ভিতরে ॥ কুসুমের ভিতরেতে ছেপায় জহুরে * আপনার দেলে মাদার করেন ধিয়ান ॥ যাইয়া ধরিল অরে হয়ে আগমন * ছাপাইবার স্থান নাই শুন বড় পির ॥ নজছেতে কি প্রকারে হইলে হাজির * বড় পির শুনিয়া কথা সরমিন্দা হইয়া ॥ হেট ছের করে মাথা কহে বোঝাইয়া * হারিনু তোমার কাছে কওল করিয়া ॥ তুমিতো ছেপাও ভাই শুন মন দিয়া * এ কথা শুনিয়া মাদার হাসিতে২ ॥ পোসিদা হইলতার দমের ভিতরেতে * দেখিল মাদারে যখন নজর করিয়া ॥ পুসিদা হইয়া গেল ছামনে থাকিয়া * ঢুড়িতে২ গেলআজেজ হইয়া ॥ পছিনা ছুটিলগায়ে নাপায় ঢুড়িয়া * আরস কোরস আর লওহ কলম ॥ পাহাড় জঙ্গল আদি তামামি আলম * না পাইয়া অবশেষে কহিতে লাগিল ॥ হারিনু তোমার কাছে কোথায় আছে বল * মাদার কহিল তোমার দমের ভিতর ॥ তোমার দমেতেআছি না রাখ খবর * বড় পির কহেমাদার কেমনে ঘুসলে ॥ কিছুনা মালুমহৈলকেমনে ছেপালে * হাওয়াভরে ছেপাইনু নিশ্বাস টানিতে ॥ হাওয়ার সামিলেআছিতোমার দমেতে আখেরে হারিনু আমি তোমার ছামনে ॥ দম হৈতে বাহিরেতে আসিবে কেমনে * কোন যায়গা হইতে আমি বাহির হইব ॥ বোঝাইয়া বলো তুমি সেইরূপ ভাব * সকল যাগা যারি আছে আসিবার স্থান ॥ বাহার হইলে তুমি না পাবে সন্ধান * তবে আমি তোমার যে দমেতে খেচিয়া ॥ জাহের হইব আমি মস্তক ফুড়িয়া * আখেরেতে মস্তক হৈতে খেচিয়া উঠিল ॥ আজ তক সেই যায়গা খালি যে রহিল * ছেরের মদ্ধিখানে যাকে ব্রহ্মতালু বলে ॥ দেখিবে খেয়াল করে বলিনু সকলে * লাড়কার মালুম হয় হাড় নাই তায় ধুক২ করে সেথা সদা সর্ব্বদায় * খেচিয়া উঠিল মাদার ব্রহ্মতালু হৈতে ॥ দম মাদার বলিয়া নাম রহিল দুনিয়াতে * দমেতে খেচিয়া মাদার দম মাদার হৈল ॥ কালে২ সেই নাম যাহের রহিল * লুকোচুরি খেলিয়া দম মাদার হয় ॥ এই এক নাম তার হইল দুনিয়াম * লুকোচুরি খেলিয়া হারিল বড় পির ॥ গরদান কাটা মৌকুফ হৈল যাহা ছিল স্থির * এখন হারিলে তুমি কিবা কাজ করা ॥ বলনাহে

বড় পির মতলব মাঙ্গেরা * বড় পির বলে মাদার যা হয় মতলব।। যাহা কহিবে তুমি রাজি আছি সব * আচ্ছা ভাই- এই তক হাছেল কালাম ॥ ঝগড়া মিটিয়া সিন্নী করহে তামাম * নাপাকিতে যে জন নাম লইবে তোমার ॥ গরদানের পসম এক কাটিবে তাহার* খাজে মির মাইনুদ্দিন আওলিয়া আল্লার ॥ একদম সও নামদিলেন পরওার দুই জনার এই তক লুকোচুরি হৈল ॥ দুনিয়াতে আজ তক মাস্তুর রহিল * লাড়কারা আজ তক খেলেন লুকোচুরি ॥ লাড়কার মজলেছে ভাই আছেত মাস্থুরি * হিন ছায়াদ আলি বলে ভেবে পরওার ॥ মাদারের জঙ্গনামা শুন আরবার *

* মাদারের জঙ্গনামা *

* পয়ার * লাড়কাই উম্মর মাদার খেলিতে আছিল ॥ আগামী কালাম কিছু লিখিতে হইল * বাহের দালানে মাদার খেলিতে খেলিতে ॥ মালেকল মওত যায় পাইল দেখিতে * উচা মোটা কদ তার দেখিয়া হয়রান ॥ পুছিতে লাগিল মাদার হয়ে আগু-য়ান * মাদার বলেন কহ কি নাম তোমার ॥ পাহাড় সমান দেখি ওজুদ আকার * মালেকল মওত বলে শুন সমাচার ॥ জান কবজ করি আমি হুকুমে আল্লার * জিব জন্তু যত আছে তামাম জাহানে ॥ সকলের জান কবজ করি যে নিদানে * এ কথা শুনিয়া মাদার পোছে ফের তারে ॥ কবজ করিয়া জান রাখ কোথাকারে * মালেকল মওত বলে শুনহে মাদার ॥ ভেদ কথা জানে কেবল পর-ওার দেগার *হুকুমের মত তার করি আমি কাজ ॥ কোথায় রাখেন লিয়া পাক বে নিয়াজ * একটি দরক্ত আছে তুবা নাম তার ॥ প্রকাশিয়া বলিআমি শুনহে মাদার*যত পাতা তত নাম আছে ত বান্দার ॥ খসিয়া পড়িলে পাতা মউত তাহার * যে নামের পাতা তার পড়েত খসিয়া ॥ জান তার লিয়া যাই কবজ করিয়া * এ কথা শুনিয়া মাদার বলেন মালেকে ॥ জানের কিরূপ তুমি দেখি-য়াছ চোকে * মালেক বলেন মাদার শুনহ সন্ধান ॥ চক্ষে দেখি নাই আমি কিবা রূপ জান * ভেদ কথা যানে সব পাক ছোবহান নিশ্চয় করিয়া বলি মাদার দেওান * বিলম্ব না সহে আর হুকুম রব্বানি ॥ সেভাবি যাইতে হবে শুন মোরবানি * মালেক বিদায় হৈল এতেক বলিয়া ॥ সে দিনেতে সাহ মাদার দিলেন ছাড়িয়া*

আর এক দিন জান কবজ করিয়া ॥ ছামনেতে চলে যায় মাদার দেখিয়া * মাদার দেখিয়া খুসি মালেকের তরে ॥ আস্ত বেস্ত হয় তারে ছালাম যে করে * আলেক লইয়াফের করেন উত্তর ॥ খাড়া মাত্র হতে নারি শুনহ খবর * খোদার হুকুমে জান কবজ করিয়া॥ জান লিয়ে যাই আমি হুকুম পাইয়া * মাদার কহেন মালেক খাড়া রহো তুমি ॥ কিরূপ জানের আকার দেখে লেই আমি * মালেক বলেন ভাই মাদার দেওান ॥ কেমন করিয়া আমি দেখাইব জান * আল্লাতালার চিঠি জবে হাতে যাই লিয়া ॥ দেখা মাত্র হাতে জান আসেন চলিয়া * মুঠি বন্দ হয়ে যায় হুকুমে আল্লার ॥ খুলি বার তাব কিছু নাহিক আমার * আরসের নজদিগেতে যাইয়া পৌছিলে ॥ মুঠি খুলিয়া যায় বুঝে লিবে দেলে * এই সব কথা দোহে কহিতে২ ॥ গোস্বা হইয়া মালেক যায় সেতাবিতে * মাদার বলেন ভাই না শুনিলে কথা ॥ নেহাত করিয়া জান দেখিব আলবত্তা * দুই চার কথা এয়ছা কহিতে২ ॥ মাদার ধরিল তবে আজরাইলের হাতে * কেনহে মালেক তুমি কথা না মানিয়া॥ জান কেন না দেখালে কিসের লাগিয়া * মালেক বলে মুঠি খোলা মানাহি যে আছে ॥ ঝগড়া কাহেকো কর দেরি হইতেছে * জানকে দেখাও তুমি ঝগড়া যে নাই ॥ দুই জনা দেখিব জান এক সাতে ভাই * এই রূপে দুই জোনা করে টানাটানি ॥ কথায়২ দন্দেজ করিল তখনি * মালেকের হাত মাদার ধরিল দাবিয়া ॥ দুই অঙ্গলির টীপ দিয়া লিলেক কাড়িয়া * আহা২ বলে মালেক কান্দিতে লাগিল ॥ আঙ্গুলের দরদেতে বেকারার হৈল * আল্লার নজদিগে গিয়া দুহাত জুড়িয়া ॥ রাহার যতেক হাল কহে বিবরিয়া আল্লা পাকজাত শুন রহিম রহমান ॥ জানকে কাড়িয়া লিল মাদার দেওান * এমন জোরেতে জান লইল কাড়িয়া ॥ দুই আঙ্গুলেতে হাত ধরিল দাবিয়া * জাহানের তরে আমি পসয় জানিয়া ॥ পসমেতে পাহাড় আমি রাখি লটকাইয়া * এমন কুওত তুমি দিয়াছ আমায় ॥ আমা চেয়ে জোর দেখ মাদারের গায় * আপনি কহিয়া ছিলে আমার ছামনে ॥ হুর পরী চাহিয়া জোর আদম বদনে * আজ আমি হারিনু যে মাদারের স্থানে ॥ আর নাহি

জাবো আমি তাহার ছামনে * দরদে অস্থির হৈয়া চক্ষে পানি বহে॥ দোজখ কবুল মোরে না বলিব তাহে * আল্লার হুকুম হৈল মালেকের তরে॥ যাইয়া ছালাম বলো মাদার বরাবরে ম্যালেক বলিল আল্লা মাদার ছামনে॥ কভুনা যাইব আমি মাদারের স্থানে * একথা শুনিয়া আল্লা জীবরিলে ডাকিয়া॥ কহিল মাদার আগে যাহনা চলিয়া * ছালাম আমার কহো মাদারে যাইয়া॥ জানকে লইল কাড়ি কিসের লাগিয়া * হুকুম হইল যখন জনাব বারির॥ উড়িল জীবরিল তখন হইয়া অস্থির * মাদার ছামনে আসি ছালাম আলেক॥ ওালেকোম ছালাম কৈল মাদার ছালেক শুন২ শাহা মাদার আসিস খোদার॥ জান কেন কাড়িয়াছ কিসের দরকার * হাসিয়া কহেন মাদার জীবরিলের তরে॥ তোমার কি দুক্ষু হৈল বলনা আমারে * লিয়েছি খোদার জান বুঝিবে খোদায় তুমি কেবা বলিবার বলহে আমায় * তোমার সাতে ওাস্তা কিবা শুনহো জীবরিল॥ কেন তুমি ঘটাও দায় বাড়াও মুস্কিল * যাও তুমি তোমার সাতে কিসের আলাপ॥ লিয়েছি আল্লার জান বুঝিবেন আপ * লাজওাব হৈয়া জীবরিল সরমেন্দা হইয়া॥ তরস্ত আল্লার কাছে পৌছিল যাইয়া * আল্লা পাকজাত রহমান বেনেয়াজ সকলি বুঝিতে পার যত ভেদ রাজ * তোমার আসিস দিয়া মাদারে কহিনু॥ জান কেন লইয়াছো তোমারে বলিনু * একথা শুনিয়া মাদার ভৎর্সনা করিয়া॥ কত মন্দ ছন্দ কৈল আমারে ধরিয়া * আমি না যাইব আর মাদার বরাবর॥ বড়ই গাঁওার সে দেখিনু ছরাছর * এছরাফিলে ডাকিয়া কহিল তারপর॥ মাদারের কাছে তুমি যাও তরাপর * আসিস আমার দিবে মাদার দেওানে॥ জান কেন লইয়াছে কিসের কারনে * এছরাফিল যাও তুমি তরস্ত করিয়া॥ ছালাম আসিস দিয়া কহো বুঝাইয়া * তরস্ত যাইবে তুমি না করিবে হেলা॥ বুঝাইয়া বলিবে তুমি বসিয়া নিরালা * হুকুম হইল যখন জোনাব বারির॥ এছরাইল উড়িয়া মর্ত্তে হইল হাজির * ছালাম আলেক কৈল মাদারে যাইয়া॥ আলেকোম ছালাম তার প্রতি উত্তর দিয়া * কহ কহ মাদার তুমি কিবা পরিচয়॥ কোন জোরে জান তুমি কাড়িলে হেথায় * ছালাম আসিস দিল আপে করতার॥ জান কেন লইলে তুমি বলি

বারে বার * তরস্ত করিয়া জান দেওনা আল্লার ॥ কি ক্ষমতায় জেদ তুমি করহে মাদার * আল্লার গজব তুমি নাহি জান মনে॥ কোন সাহসেতে তুমি রাখিলে হে জানে * জলদি মোরে জান দেও লিয়া যাই আমি॥ কিছুমাত্র ওজর যেন নাহি কর তুমি * মাদার বলে এছরাফিল কহিলে হাজার॥ জান নাহি দিব আমি কারনে তোমার * লিয়েছি খোদার জান বুঝিবে খোদায়॥ কেনহে রাগাও তুমি কথায়২ * খোদার দোহাই আমি বলিনু তোমারে॥ নাহি দিব জান আমি কোনই প্রকারে * জওাব শুনিয়া ফিরে গেল এছরাফিল॥ আল্লার কাছেতে যেয়ে হইল দাখিল * শুন ওহে পাকজাত রহমান রহিম॥ সকলি বুঝিতে পার আপনি করিম * জান নাহি দিল মাদার বড়ই গাওার॥ হয়রান হইনু আমি সঙ্গেতে তাহার * এবে তুমি যাহা করো মাদারের সনে॥ আর নাহি যাবো আমি তাহার ছামনে * এ কথা শুনিয়া ডাকে মেকাইলের তরে॥ শীঘ্র করে যাও তুমি মাদার হুজুরে * আসিস ছালাম তুমি দিবে যে তাহায় ॥ জানকে লইয়া এসো যাইয়া ত্বরায় * মেকাইল গমন কৈল হুকুম পাইয়া॥ মাদারের ছামনেতে পৌছিল আসিয়া * ছালাম আলেক কৈলো আলেকোম ছালাম॥ আল্লাতালা কৈল আপে আসিস ছালাম * জানকে কাড়িলে কেন কিসের খাতির॥ জ্বলন্ত অনলে তুমি পাতিলে শরীর * দুনিয়া জাহান আছে যাহার কবজে॥ কেন তুমি জ্বলিতে রবে তাহার নারাজে*এ কথা শুনিয়া মাদারগোস্বায় জ্বলিয়া॥ আগ হেন জ্বলে উঠে তাহারে দেখিয়া * যাও যাও মেকাইল না সুনিব কথা॥ তোমার কি ধার ধারি কাম নাহি হেথা ছামনেতে নাহি কাহো বলিনু তোমারে॥ যাহার লিয়েছি জান সে বুঝিবে মোরে * তুমিহ চলিয়া যাও না সুনিব কথা॥ কাটা ঘায়ে নুন দিয়া কেন দেও বেথা * একথা সুনিয়া তবে গেল মেকাইল॥ আল্লার আরসে যেয়ে হইল দাখিল * এক দুই তিন হৈতে ফেরেস্তা হৈল চার॥ সকলে ফিরিয়া আইল ছামনে আল্লার আজরাইলের মুরতি কথা শোন দিয়া মন॥ সুনিলে মুচ্ছিত হবে বিকট গঠন * এক কান্ধা হৈতে দোছরা কান্ধা তাহার ॥ আঠারো হাজার বচ্ছর ওড়ে পরদার * নেহাত করিয়া অন্ত করিতে নারিবে

কেমন ওজুদ ছিল বুঝিয়া দেখিবে * আড়ে দিগে প্রস্থে তবে উর্দ্ধেতে ধরিয়া ॥ কার সাধ্যকহে তাহা নিরেক করিয়া * এক চক্ষু হৈতে চক্ষু দোছরা তাহার ॥ উড়িলে আঠারো বচ্ছর না মেলে সোমার * দুই চক্ষু আছমান জমিন বরাবর ॥ ধুধুকার জ্বলিতেছে বিজলী আকার * চারি মুখ চারি ধারে জ্বলন্ত মসাল ॥ মুরতি দেখিলে ওজুদ না থাকে বাহাল * এমন ওজুদ জার মাদার ধরিয়া দুই আঙ্গুলেতে কবজা ধরিল দাবিয়া * আঙ্গুলের দাবনেতে আজরাইল কান্দিয়া ॥ আল্লার কাছেতে গেল বেকারার হৈয়া * সেই ডরে ফেরেস্তারা নাহি কহে কথা ॥ ধরিয়া মোদের তরে জোর করে যথা * এই ডরে ফেরেস্তারা কম্পিত হইয়া ॥ বেশী নাহি কহে কথা ডরে ডরাইয়া * সকল ফেরেস্তাগণে ডাকিয়া কহিল ॥ একে২ সকলেতে মানাইয়া আইল * মাদারে কেহ নাহি পারে মানাইতে ॥ আজেজ হইল সবে ফেরেস্তাগণেতে * তার পরে ভাবিয়া যে আপনি খোদায় ॥ ইছা মুছা ছোলেমানে দাউদে ডাকায় * সকলেতে বুঝাইল মাদারে ধরিয়া ॥ কারো কথা নাহি মানে আনেতে রহিয়া * তারপর এবরাহিম খলিল গুণধাম ॥ এছমাইল এছহাক মিলিয়া তামাম * হজরত আদম আর পয়গম্বর সিস ॥ হুত লুত মিলিয়া আর নবি ইদরিছ * একে২ যত পয়গম্বর আছিল ॥ সকলে ধরিয়া তারে বহুত মানাইল * এক লাখ চব্বিস হাজার পয়গম্বর ॥ মানাইল সকলেতে রহম নজর*ঠেলিল সকলের কথা মাদার দেওান ॥ জান নাহি দিব আমি এই তার আন * আজেজ হইয়া সবে ফিরিয়া আইল ॥ আল্লার দরগায় আসি আরজ করিল * আমরা হারিয়া আইনু মাদার সাক্ষাতে ॥ বিবী ফাতেমা যদি পারে মানাইতে * বরকত মা বলিয়া ডাকেন রহমান ॥ শোন২ কথা শোন শোন আম্মাজান * তোমার ফরজন্দ দেখ মাদার দেওান ॥ লইল আমার জান করিয়া সে আন * আজরাইলের হাত দাবি কাড়িয়া লইল ॥ বেকারার হয়ে মালেক ফিরিয়া আইল * যতেক ফেরেস্তাআর পয়গম্বরছারা ॥ কেহনা মানাতেপারে সুনগো মাজেরা * তুমি যদি মানাইতে পারগো যাইয়া ॥ তোমার কথায় সেহো যাইবে ভুলিয়া * তরন্ত যাইয়া বিবী মাদারে ডাকিয়া ॥ নরম জবানে তারে কহে বুঝাইয়া * সুনো২ বাবাজান মাদারে ॥

দেওান ॥ খোদার আন করে কেড়ে লিল সেই জান * ছাওালের জাত তুমি বোধ মাত্র নাই ॥ নারাজ হইল দেখে আপনি গোসাই ফেরেস্তা পয়গম্বরে মানায় সকলে ॥ কিসের কারণে তাদের কথা না মানিলে * এমন দুখ তোমার হয়েছে মনেতে ॥ অবশ্য বলিবে বাবা আমার সাক্ষাতে * একথা শুনিয়া মাদার কহেন মায়েরে ॥ লিল পতো কথা মাগো কেনো বলো মোরে * নিশ্চয় বলিনু মাতা না শুনিব কথা ॥ বেশী নাহি বলিবে মাগো বলে দেই যথা * তোমার যাহা গুণ মাগো দিয়াছে রব্বানি ॥ সত্য মিথ্যা ভেদ কথা সব আমি জানি * আমার কারণে যদি নোকছান তোমার ॥ হয় যদি বল মাগো নিকটে আমার * তুমিত বরকত মাতা সকলের জননী ॥ আমার কারণে যদি তোমার হয় হানি* লা জওাব হৈল বিবী শুনিয়া বচন ॥ খামস হইল বিবী আপনি আপন* তার পরে হজরত আলি ছামনে আইল ॥ বুঝাইয়া তার তরে অনেক কহিল নাহি মানে কথা দোন আইল এমাম ॥ অনেক বুঝাইল দোনো কহিয়া তামাম * তার পরে নবি আসে আলায়হেচ্ছালাম ॥ অনেক প্রকার করে বোঝায় তামাম * একবারে জাড়িয়া গেল মাদার দেওান ॥ তার পরে আইল দেখ আপনি ছোবহান * পাঁচ তন এক সাতে হৈল এক ঠাই ॥ মাদারে ধরিয়া এবে বোঝায় গোসাই শুনো২ মাদার ভাই বলি যে তোমারে ॥ কিছু নাহি বলি আমি তোমাদের খাতেরে * নাহি কার সাধ্য আছে আমার ছামনে ॥ এত জোর করে সেই নাহি ডরে মনে * শুনো শুনো মাদার ভাই কি আছে মনেতে ॥ বলনা প্রকাশ করে আমার আগেতে * আর আল্লা পাকজাত রহিম রহমান ॥ নামের মতন কাজ না দেখি সন্ধান * মাদারের আরজ আল্লা শুন এক মনে ॥ মাদারের জেদ হৈল এহার কারণে * এক দিন বসিয়া ছিনু বাহার দালানে ॥ গোর আজাব হৈতে ছিল দেখিনু নয়নে * সেই সোমায় আজরাইল যাইতে আছিল ॥ ডাকিনু তাহার তরে সব কথা কৈল * গোনাগার বান্দা ছিল আজাব এহার ॥ গোর আজাব হইতেছে শুন নামদার * বড়ই আফছোছ হৈল তাহার কারণে জানকে কাড়িনু আমি মালেকের সনে * বড়ই আফছোছ হৈল এহার কারণ ॥ নানাজান মালেক হৈল ওম্মত তারণ * আমার

ছামনে দেখি তাঁহার উম্মতে ॥ আজাব হইতে ছিল নাপারি সহিতে * একারণে জান কাড়ি লইনু তোমার ॥ নিশ্চয় বলিনু আমি ভেদ সমাচার * রহিম রহমান নাম গজব কেন হৈল ॥ দোজখ কাহার তরে তৈয়ার হইল * নানাজান হৈল যদি উম্মত তারন ॥ দোজখ করিলে পয়দা কিসের কারণ * আয় নানাজান তুমি উম্মত রছুল ॥ তুমিত খোদার দোস্ত হইলে মকবুল * আপনার নুর দিয়া বানালে বারহাক ॥ সকলের মালেক তুমি হইলে বেসক * আয় নানাজান তুমি আউওল আখের ॥ জাহের বাতেন তুমি মালেক সবের * আয় নানাজান তোমার নামেতে দরুদ ॥ সকল সয়েতে আছ হইয়া মৌজুদ * আয় নানাজান তোমার সকলি ভিকারি ॥ দিবা রাত্রি আছে সবে হয়ে আজ্ঞাকারী আয় নানাজান তোমার নামের পারচয় ॥ সকল সংসারে আছে জাহের দেবালয় * আয় নানাজান তোমার চৌদ্দ ভুবন ॥ নামেতে পড়িয়া আছে হয়ে ভক্তারন * আয় নানাজান তুমি রূপেতে আপনা ॥ ত্রিম্যহি মণ্ডল জুড়ে করিলে দেওানা * আয় নানাজান তুমি আপনা বস্তরে ॥ সরম ঢাকিলে তুমি সকল সংসারে * নানা জির এত সাধ্য তার এই দশা ॥ উম্মত দোজখে যায় হইয়া নৈরাসা * নানাজানে পয়দা কৈলে আবদুল্লার ঘরে ॥ আমেনার পেটে রাখে কেমন প্রকারে * সে চন্দ্র উদয় ভানু অন্ধকার ঘরে ছেপাইলে লিয়া তুমি কেমন প্রকারে * আপনার আধা অঙ্গ আপনি কাড়িয়া ॥ আপনার নুর দিয়া দিলে প্রকাশিয়া * আহাম্মদ হৈতে তুমি মহাম্মদ কিয়া ॥ কি দোষ পাইয়া তার এ দসা করিয়া কেনো নানা অন্ধকূপে ঘুসিয়া রহিল ॥ সে চাদ বদন কেন বেসন না হৈল * আবদুল্লা ফুল যখন শুঙ্গিল নাকেতে ॥ রওসন হইল বদন সেই ফুলের জোতে * সেই ফুল নানাজান ছিলেন আপনি অন্ধ কূপে রওসন কেন না হল তখনি * কিবা কছুর হয়ে ছিল তেমন সমায় ॥ কহ আল্লা পাকজাত বোজায়ে আমায় * আর এক কথা বলি তোমার হুজুরে ॥ আবদুল্লা আমেনা কেনো দোজখ মাঝারে * কি দোষ পাইলে আল্লা তাহাদের তরে ॥ নানাজানের মাতা পিতা দোজখ ভিতরে * পাক নুর দিয়া আপে কেনবা আজাব ॥ রহমান নাম কোথা বলনা সেতাব * নানাজির মা

বাপেরে দোজখে ডালিয়া ॥ আপনি সন্তোষ আছ কেমন করিয়া * তরে তুমি নানাজানে কেমন ভাল বাসো ॥ নানাজানে দুঃখ দিয়া কেমনেতে হাসো * নানাজানের দান্দান সহিদ করাইলে ॥ কি দোষ নানার তুমি কি খাতা পাইলে * যার নাম মা বরকত আপনি রাখিলে ॥ হাতের কাঙ্গন লিয়া আরস থুইলে * তাহার উপরে দুঃখ দিলেন কেমন ॥ এই কি তর্জবিজ আল্লা তোমার ছামনে * সংসার তারুনি মাগো সংসার জননী ॥ কোন হালে নিলে মাগো দুক্ষের তরনী * মাত তালি বস্তুর লিয়া ফেরে মা জননী ॥ এত দুক্ষু সয় কেন হয়ে কাঙ্গালিনী * যাহার হাতেতে আছে আরস কাঙ্গুরা ॥ উম্মত রছুল সব ভরসা করে ছাড়া * এহারা ছরদার হয়ে দুক্ষের সাগরে ॥ তবে কি ভালাই তুমি করিলে সবারে * এবাদত বন্দিগী আর কান্দিতে২ ॥ জেন্দেগি তামাম হৈল কি ভালাই তাতে * সাধিন হইয়া কেন অধিনে গোজরান ॥ কি ভালাই করিয়াছ বলনা নিদান * দোনো ভাই এমাম এরা দুনিয়ার ছতুন কি ভালাই করিয়াছ বলনা এখন * বরকত মা হইয়া জানে উঠায় ফাকা কসি ॥ কোন দিন দেখি নাই করিতে হাসি খুসি * বাবাজান হজরত আলি বড় পাহালওান ॥ সেরে খোদা নাম তুমি করিলে প্রমাণ * কোমর বান্দিলে জমিন করে টলমল ॥ আপনার সান্দ মতে দিলে তারে বল * এমন মহিমা যার দিয়াছ দুনিয়ায় ॥ কত দুক্ষু জানের মধ্যে কসেল্লা ওঠায় * এইতক মাদারের আরজ জনাবে ॥ যা হয় এনছাফ তুমি বুঝিয়া করিবে * এই জন্য জান কাড়ি লইনু তোমার ॥ এনছাফ হইলে দুক্ষু যাইবে আমার * আর এক আরজ আছে যে আমার ॥ এনছাফ করিলে জান দিবো যে তোমার * যত দুঃখ দিয়াছ সবার উপরে ॥ তাহার ফরিয়াদ আমি না কহি হুজুরে * যে কর্ম্মেতে পাঁচ জোনা হইল মৌজুদ ॥ তাহার ভালাই কর আপনি মাবুদ * দোজখ টানিয়া ফেল এইত ফরিয়াদ ॥ এই আরজ করি আমি আল্লাহ ছামাদ * তবে আমি জান দিব এইত কারার ॥ উম্মতের দায় দোজখ করিব যে সার * একথা শুনিয়া আল্লা প্রতি উত্তর কয় ॥ সোন২ ভাই মাদার বলি যে তোমায় * কার আমি বুরাই করি বলিলে মাদার ॥ মন দিয়া সোন বলি জওাব তাহার * হীন ছায়াদ আলি রলে

ভাবিয়া রছুল ॥ দয়ার সাগর যিনি সকলের মূল *

* মাদারের ছাওালের জওাব আল্লা দেয় তাহার বয়ান *

* পয়ার ছন্দ * নেহাত করিয়া বলি সোনহ মাদার * মোন লাগাইয়া সোন জওাব আমার * তোমার নানা দোস্ত মেরা মোহাম্মদ রছুল ॥ উম্মতের ভার আমি দিয়াছি বেলকুল* আমি বাদসা উজির তোমার নানাজান ॥ দিন দুনিয়ার কাম করি হৈয়া এক জান * এক খণ্ড রূপ যখন আপনি মোক্তার ॥ পাঁচ খণ্ড করিলাম মতলবে আমার * থামাইতে না পারিনু ত্রেহের যাতনা ॥ উথলিয়া রূপ মোর হইল পঞ্চজনা * এমন ত্রেহ উপজিল আমার শরীরে ॥ তখনি হইল পয়দা যে কিছু সংসারে* তার পরে নিজরূপে জলিতে আছিনু ॥ সে সব দুক্ষের কথা নাহি তোরে কৈনু * জলন্ত শরীর যখন প্রথম যৌবন ॥ আপনি মাতিয়া কৈনু চৌদ্দ ভুবন * কোথায় কেবা হয়ে গেল না পাই ঠেকানা ॥ হু হু বাদ্দি শব্দ কৈনু করিয়ে ঠেকানা*তার পর হা হেহু তিন মেলাইয়া ॥ এক খণ্ড করিনু আমি আপনিভাবিয়া * ঐ শব্দে নুর ধরি বানাই আকাশ ॥ সে নুরেতে মোহাম্মদ করিনু প্রকাশ* সেই নুরের উপরেতে তাওছে ধরিয়া ॥ তাহার মুখেতে নাম দিনু প্রকাসিয়া * বাইস লাখ বচ্ছর আমার নুরেতে ॥ আল্লা২ বোল আমি বলিনু মুখেতে * আমার নুরেতে তার কদম জালিয়া ॥ মোউরে রাখিনু আমি যতন করিয়া * পাঁচ তন লিয়া আমি এক তন কৈনু ॥ মোউরেয় আকার করি সৃজন করিনু * মোউরের মাথায় তাজ দিনু যে রাখিয়া ॥ আলিকে রাখিনু আমিতাজ বানাইয়া গলার হেমাএল আমি করিনু নবিরে ॥ কানের দুই দুল কৈনু দান এমামেরে * দুইখানি চরণ আছমান জমিন ॥ এইত পত্তন কৈনু সোনহে একিন * চারি তরফ বাদ্য মোর বাজিতে লাগিল ॥ হু সব্দ ভিন্ন আর কিছু নাহি ছিল * বাইস লাখ বচ্ছর যখন তছবি পড়িল ॥ কবুল করিনু তছবি যাহা পড়েছিল * মা বোল বলিয়া আমি ডাকিয়া উঠিনু ॥ মা বরকত বলিয়া নাম দেলেতে গাথিনু * সকলের মা বরকত জননী হইয়া ॥ বেহেস্তের কুঞ্জি দিনু তাহারে শুপিয়া * আলিকে করিনু আমি আপনার সের ॥

দুই ভাই এমাম হৈল পিয়ারা দেলের * আগামী কালাম তুমি নাজান আমার ॥ কিঞ্চিত খুলিয়া বলি ভেদ সমাচার * তোমার নানার দর্দ্দ মোর দর্দ্দ নাই ॥ তুমি কি জানিবে ভেদ এ সকল ভাই অন্ধকূপে রাখিনু দোস্তে ছাপায়ে আপনি ॥ সেই ওক্তে ঠাণ্ডা কৈনু, শোন তার মানি * সেই নুর ঠাণ্ডা করি আয়মোনার পেটে ॥ আব আতস খাক বাদ মথিনু সঙ্কটে * আজলেতে আবদুল্লা আ-মেনা দুজন ॥ কওল করিল কলমা নছিবে লিখন * দোজখ কবুল কৈনু বলিনু নিশ্চয় ॥ মোহাম্মদের কলমা আমি না পড়িব তায়* সেই জন্য আবদুল্লার পোস্তেতে আনিয়া ॥ আমেনার পেটে থুইনু দোস্তেরে লইয়া * সর্ব্বত্রে জহুর কৈনু মোহাম্মদের নাম ॥ আবদুল্লা আমেনার কেন খালি রাখি কাম * সেই জন্য আবদুল্লার পোস্তেতে আনিয়া ॥ আমেনার পেটে জারি তারে কৈনু লিয়া * কোথায় আমি না উম্মেদ করিয়াছি বলো ॥ ভেদ কথা বলি আমি শুনহ সকলো * লাড়কা পাইয়া যদি পড়ে কলমা মুখে ॥ বেহেস্তে চলিয়া যাবে রহিবেক সুখে * কি দোষ পাইলে ভাই এহাতে আমার ॥ এমন নুর পেয়ে যতন না হইল তার* এহাতে কি বলিবে ভাই বলনা আমারে ॥ এমন নছিব কার হইবে সংসারে * সাদ্দাদ নমরুদ আর ফেরাউন পাপি ॥ কারুণ হামান কমলা কেহু নাহি জপি * আমিতো করিনু পয়দা দাবি করে মোর ॥ দোজখ সবের জন্য এইতো খবর * দোজখ করিয়া পয়দা নাহি ডরে কারে ॥ মা বাপ ভাই তোমার নানাজির তরে * এতো দুঃখ দিনু আমি এহাদের পরে ॥ বুঝিবে সংসারের লোক বলিনু তোমারে * কেহু নাহি নাম লেয় করে কতো গোনা ॥ না বোঝো মাদার কেনহইয়া দেওানা * দান্দান সহিদ কৈনু এহার কারণ ॥ দুনিয়াতে তকবরি করিল গোমান * তাহার কারণ আপন দোস্তের দান্দান ॥ সহিদ করানু আমি ভাবিয়া নিদান * এহাদের পরে দিনু এতেক যন্ত্রণা ॥ বান্দার কারণে দিনু করিয়া মন্ত্রণা * ছরদার বানায়ে তারে অধীনে গোজরান ॥ বান্দা বুঝিবে বলি বলিনু সন্ধান * আপনার অঙ্গ হৈতে অঙ্গ পাঁচ জোনা ॥ অবোধ মাদার তুমি কিছুই জান না* তোমাকে যে বানাইনু আপন কুদরতে ॥ এতো জোর করো কিসে

জন্দে শাহ মাদার,

কাহার বলেতে * আমার কুদরতে তুমি করো এতো জোর॥ এমনি সকলে করে না রাখো খবর * সেই জন্য দুক্ষ দিনু বলিনু তোমারে॥ তবুতো বোঝে না বান্দা গোনা করে ফিরে * বুঝিয়া না বোঝে বান্দা করে কত গোনা॥ দোজখ করিনু তবু না করে ভাবনা * সাত তালি বস্তর আর দুক্কের যন্ত্রণা॥ দুনিয়ার আওরত সব মোনেতে করে না * একং করিয়া কত বোঝায় খোদায়॥ কিঞ্চিৎ বুঝিল মাদার বসিয়া তথায় * বেশী লিখিলে পুথি হয়ে যায় ভারি॥ তাড়া তাড়ি করিয়া যে সংক্ষেপে সারি * মাদার বুঝিয়া তথা খামস হইয়া॥ জান লিয়া দিল তখন হাতেতে শুপিয়া দুই হাতজুড়ে করে আরজ হুজুরে॥ বড়ই করেছিগোনা নাহি চিনে তোরে * এয়া আল্লা পাকজাত মাফ করো গোনা॥ যে কাজ করিনু আমি না আছে তুলনা * এ কথা শুনিয়া আল্লা মেহের হইয়া॥ বহুত তারিফ কৈল মাদারে ধরিয়া * সোনং কথা সোন মাদার দেওান॥ যেই কথার জন্য তুমি কোরে ছিলে আন * তোমার কথার জেদ বাহাল রাখিয়া॥ গোনাগার বান্দা সবে খালাছ করিয়া * আবদুল্লা আমেনা বাকি যেবা যতো আছে॥ উম্মতের মধ্যে গোনা যে জন করেছে * সকল কে মাফ দিলাম তোমার কথায়॥ বেহেস্তে দাখিল আমি করিব নিশ্চয় * সকলের কদমেতে মাদার যাইয়া॥ হাজার ছালাম কৈল ছের নোওাইয়া * সকলের কাছে আপন গোনা মাফ কিয়া॥ সকলে বিদায় হয় বলিয়া কহিয়া মাদারে করিল দোওা সকলে মিলিয়া॥ যে যার ডেরায় যায় সকলে পৌছিয়া * মাদারের জঙ্গনামা হইল তামাম॥ ঝুট ছাচ আল্লা জানে লিখিনু কালাম * পাগলা মাদার নাম মাশুর রহিল আজ তক সেই নাম বলেন সকল * হীন ছায়াদ আলি ভোনে কেতাব কালাম॥ বাকি কেচ্ছা মাদারের শোনহে এছলাম *

* মাদার বালগ হইল যখন হজরত রছুল *

* আলির ঘরেতে ভেজে ফাতেমা বোতুল *

* সাহ মাদার কে দোছরা পরদা করেন তাহার বয়ান *

* ত্রিপদী ছন্দ *

শোন ভাই লিখি কের কেচ্ছা সাহ মাদারের, একে একে তামাম হালাত॥ পোনরো সাল ছেন যবে, সের আলির ঘরে তবে, আইলেন নবি পাক

জাত * রাহেতে আছিল মাদার, হজরতের দেখে দিদার, দড়বড়ি ঘরেতে আইল॥ বিবী মাদারে দেখিয়া, অঙ্গে কাপড়া দিয়া, সরম করিয়া ঢাকিল * দেখিয়া পোছেন নবি, কেনগো ফাতেমা বিবী, অঙ্গ ঢাকিলে কি খাতির॥ বিবী বাপের হুজুরে, কহেন যে ধীরে২,একারণে ঢাকি যে শরীর* নাবালোগ নাহি দেখি, একারণে অঙ্গ ঢাকি, শোন বাবাজান মেরা বাত॥" শুনিয়া কহেন নবি, শুনগো ফাতেমা বিবী, মাদারের বয়ান নেহাত * নুরি তন মাদারের, পাকছাফ বেহতের, খাক নাহি মাদার দেওান॥ নুরি তন নুর হৈতে; পয়দা করে পাকজাতে, সোন কিছু আহওাল বয়ান * ফেরেস্তার আওলাদ হয়,জানো ঠিক মিথ্যা নয়, মা বাপ যে হারুত মারুত॥ খোদাকে ভুলিয়া রাহা, গোনাতে পড়িয়া দোহা, আজাবেতে রহিল বহুত* ফেরেস্তা হইয়া তারা, গোনা যে করিল ছারা, সেই জন্য গজব এলাহি॥ শুনগো ফাতেমা মাতা,সত্য জেনে লিবে কথা, ঠিক কথা বলিলাম ছহি * তামাম বয়ান করে, শোনায় যে ফাতেমারে, শুন মাতা বরকত জননী॥ ভেদ কথা কহিলাম, বলিনু আওহাল তামাম, এহাতে যে ভুল নাহি জানি* দোন ফেরেস্তার তরে, অধিক গজব করে, বান্দিতে হুকুম দিল আর॥ শোনহে ফেরেস্তা গণ, জিঞ্জীরে করো বন্দন, এই হুকুম রাখিবে আমার *রোজ কেয়ামত যবে, হেছাব করিবে তবে, তবে এরা পাইবে নিস্তার॥ আজ তক কয়েদ রয়, নছিব তাদের বুরা হয়, ভেদ কথা লিখিলাম সার * ছায়াদ আলি বলে সবে, আমার গতি কি হবে, সেই ভয় ভাবনা আমার॥ ত্রিপদী ছাড়িয়া এবে, লিখি প্রকাশিয়া তবে, বাকি কেচ্ছা রচিয়া পয়ার*

* হজরত রছুল ছাল্লাল্লাহ আলায়হে চ্ছালাম হজরত বিবী *
* ফাতেমার কাছে মাদারের আহওাল সকল বয়ান করেন*

* পয়ার ছন্দ

মাদারের ভেদ কথা শুন বিবরণ॥ দেল লাগাইয়া শোন হয়ে এক মন * নুর হৈতে পয়দা হৈল নুরের গঠন॥ পুর্ণিমার চাঁদ যেন কাঞ্চন রতন* এই যে লাড়কার দরজা হেম্মত বড়াই॥ দিল পাক ছোবহান আপনি এলাই * না মরদ আছে না আওরতের নেসানি॥ পাক নিয়ত পাক দেল পাকিজে নফছানি * কেমনে জানিব বলো হইবেক পাক॥ বেওরা

খুলিয়া বাবা কহনা বয়হক* হজরত বলেন বেটি. দেখিবে নজরে॥ এক ভাবে বসে দেখ দেখাই তোমারে * হজরত হুকুম কৈল মাদারের তরে॥ খোরমা থোড়া পেড়ে আন আমার হুজুরে* এ কথা শুনিয়া মাদার বেছমেল্লা বলিয়া॥ খোরমা পাড়িতে যায় হুকুম পাইয়া * খোরমার তলায় যখন মাদার পৌছিল॥ সেই ওক্তে জিবরিল আসি হাজের হইল * এসারা করিল হজরত জিবরিলের তরে॥ খোরমার তলায় যাও মাদার হুজুরে * জিবরিল আপন হাতে মাদারে ধরিয়া॥ কাপড় খুলিয়া তার উলঙ্গ করিয়া মাদারের আলত কাটী তামাই ছাফাই॥ হেজড়া করিয়া দিল কিছু মাত্র নাই * কহেন হজরত নবি ফাতেমার তরে॥ নজর করিয়া দেখ মাদার উপরে* বিবি যে নজর কৈল মাদারের পানে॥ দুই তরফ পাক ছাফ দেখিল নয়নে * মরদ না আওরত তার কিছু মাত্র নাই॥ সকলি দেখিল তার নিশ্চয় ছাপাই * তাজ্জব হইল বিবী মাদারে দেখিয়া॥ পাক দেল বটে মাদার মালুম করিয়া* গায়েব হইল জিবরিল মাদার হইতে॥ পিছেতে আইল মাদার খোরমা লিয়া হাতে * বিবী যে দেখিয়া তারে পেয়ার করিয়া॥ বসাইলেন ছামনেতে নজর ভরিয়া * পেয়ারের সাতে রহিল মাদার॥ বাকী কেচ্ছা মাদারের শুন দিনদার * হীন ছায়াদআলি বলে ভাবিয়া খোদায়॥ কেয়ামতে কি হইবে করি হায় হায় * কোন দিন যাব চলি মিছা এ জেন্দেগি॥ হেলায় হারানু দিন না হৈল বন্দেগি*কেবল ভরসা এক হাসর ময়দানে॥ তরাইবেন নবি সবে আশা আছে মনে * এই বেলা ভজরে মন নবি কর সার নবি না তরালে সেথা কে তরাবে আর * সাত দিনের জেন্দেগি লিয়া কত করি গোনা॥ তামা হেরেছ হাওয়ায় পড়েনা করি ভাবনা আজ মরি কাল মরি রাস্তার রাহাগির॥ খারাব হইল ভেবে অন্তর বাহির * আল্লা২ বল ভাই এয়াদ রছুল॥ মহম্মদি দিন সবে করনা কবুল * মোরসেদের পায় আমি নোয়াইয়া ছির॥ দেল জান হাজের রাখি তামাম শরীর * বাকী কেচ্ছা মাদারের কেতাব দেখিয়া॥ মন দিয়া শুন সবে একিন করিয়া*

হজরত আলি মাদারকে ডাকিয়া ওছিএত করেন ও জোল ফক্কার কবজা দরিয়ায় ফেলিবার হুকুম করিবার বয়ান *

* পয়ার ছন্দ হজরত আলি একদিন ভাবিয়া অন্তরে॥ নিরালা বসিয়া আপন মউত এয়াদ করে * কোন দিন কিবা হয় বুঝিতে না পারি॥ উদাস হইল দেল জান বেকারারি * বুঝিবা মউত মেরা আইল ছামনে॥ মাদারকে ডাকাইল বুঝিয়া নিদানে*. ছামনে আইলেন যবে মাদার দেওান॥ নছিহত করেন তারে আলি পাহালওান * এক নছিহত মেরা শোন বাবাজান॥ জোল ফক্কার ঘরে আছে শোনহে সন্ধান * কবজা আর জোলফক্কার লইয়া আসিবে॥ দরিয়াতে লিয়া তারে ঠাণ্ডা করাইবে * শুনিয়া মাদার তখন আলির ফরমান॥ জোলফক্কার আনিতে যায় নাহি করে আন * কবজা জোলফক্কার আনিতে আছিল॥ হোছেন ছামনে আসি' মোলাকাত হৈল * কবজা ও জোলফক্কার হোছেন দেখিয়া॥ মাদার তুমি জোলফক্কার যাও কোথা লিয়া * আমার বাপের মিরাছ লিয়া কোথা যাও॥ না পাইবে জোলফক্কার ফিরে মোরে দেও * মাদার কহিল হোছেন শুন বল আমি॥ না জানিয়া মোকাবেলা কেন কর তুমি * আমার উপরে হৈল হুকুম তাঁহার॥ নাদিব জোলফক্কার আমি শোন বেরাদর * এ কথা শুনিয়া হোছেন কথা না মানিয়া॥ হাত হৈতে জোলফক্কাব লিল ছেনাইয়া*বে তাব হইয়া মাদার আলির কাছে যায়॥ যোড় হাত করি মাদার আদাব বাজায়* আলি বলে জোলফক্কার কি করিলে তুগি॥ একে২ বলো মাদার শুন্তে চাই আমি * মাদার কহেন ঝুট আলির ছামনে॥ দরিয়ায় ডালিনু দিনু বলি যে নিদানে * আলিজে বলেন মাদার ঝুট বল কেনো॥ হোছেন লিয়েছে কবজা জানিহে সন্ধানো * এই কবজা মিরাছ নহে বুঝিবে নিদান॥ হোছেন কহিবে সব আহওাল বয়ান * এই জোলফক্কার হয় মহাম্মদ হানিফার॥ হাসরেতে সোমার হবে এই জোলফক্কার এমাম মেহদি যখন জাহের হইবে॥ এই জোলফক্কার লিয়া কাফের কাটিবে * তামাম আহওাল যখন শুনিল মাদার॥ হোছেনের কাছে জেতে হইল রাহাদার * যাইয়া হোছেনের কহিল মাদার॥ কথা কেন নাহি মানো সোন বেরাদর * সারা-রতি কেন কর সোনহে এমাম॥ আদাব রাখিয়া কবজা ছাড়িয়া দিলাম * তুমি কি আমার সাতে জেদ করি পারো॥ তামাম

জাহানে কাঁপে শুনিলে হুঙ্কারো * ঝুট মুট মেরা সাতে করো মোকাবেলা ॥ বাপের মিরাছ নহে সোন মেরা ছলা * শুনিয়া এমাম তখন গোস্বায় ভরিয়া ॥ তোমার কি সাদ্ধ আছে লেও ছেনাইয়া ॥ একথা শুনিয়া মাদার হাসিয়া২ ॥ জোলফক্কার লিলেন কাড়ি হাত মোচড়িয়া * এমাম জানিল তখন মাদারের জোর ॥ আর না কহিল কিছু মাদার হুজুর * তখনি মাদার কব্‌জা জোল-ফক্কার সাত ॥ দরিয়ার বিচে ফেলে দিলেন তফাত * মাদার জোলফক্কার যবে ফেলে দরিয়ায় ॥ চার হাজার ফরছঙ্গ খোস্কে হয়ে যায় * ফরছঙ্গ আরবি কথা শুন তার মানি ॥ সাড়ে তিন সও কোস হয় বুঝিবে গোয়ানি * হেছাব করিলে ভাই নাহি থাকে হোস ॥ দন্ত কপাটী খাইয়া হইবে বেহোস * সুখাইয়া দরিয়া সব বালু হয়ে গেল ॥ বুঝিয়া দেখনা সব কি হতে কি হল * কেমন সে জোলফক্কার জানেন পরওার ॥ কত মন ভারি ছিল না জানি সোমার * আগুন পাথর ছিল বিজলি কি বাজ ॥ এহার বেওরা জানে পাক বেনেয়াজ * কোথায় সে জোলফক্কার কেমনে রাখিল ॥ কেমনেতে আলি সাহা ছাপাইয়া ছিল * এখানে বুছিবে ভাই আলির কেরামত ॥ কিবা জোর আল্লাতালা দিলেন হেম্মত * আলি যে আল্লার সের জানিবে নিশ্চয় ॥ ছারে জাহানের জোর দিলেন খোদায় * কোমর বান্দিতেন যখন আলি পাহালওান ॥ থর থর কাঁপিত জমিন হইয়া কম্পবান * তার পর আলির কাছে আইল মাদার ॥ সব কিছু মাজেরা জানায় বারে বারে * তার পর হজরত আলি বলেন মাদারে ॥ মাক্ষন পুরেতে এক ছেদ্দা নাম ধরে ছেদ্দা হানি নাম তার আছেন মাশুর ॥ এক দফা যাহ তুমি তাহার হুজুর * তার সাতে মোকাবেলা কওল করার ॥ কয়েক ছওাল কৈল উপরে আমার * তাহার জওাব দিতে কেহ নাহি পারে ॥ যাইয়া জওাব দিয়া মুরিদ করো তারে * এই এক ছওাল আমার বজায় করিবে ॥ মাক্ষন পুরেতে যাও দেরী না সহিবে * আরজ করিল তবে মাদার দেওান ॥ রওানা হইনু আমি ভাবিয়া ছোবহান * ছালাম করিল মাদার আলিজির পায় ॥ দোওা করিবেন বাবা ফতে যেন হয় * আল্লাকে শুপিনু যাও নেঘাবান সাতি ॥ যেথা যাবে ফতে পাবে হইবে সুখ্যাতি * মাক্ষন পুর যাইতে মাদার হইল

রওানা ॥ কয়েক দিন গেল মাদার ভাবিয়া রবানা * ছেন্দা যোগী নামে ছিল হৈল মোলাকাত॥কথাবার্ত্তা ছওাল জওাবকরেতার সাত যোগী আপন মোরাকেবায় যাইয়া বসিল ॥ মাদারের কিবা হাল দেখিতে লাগিল*মাদারকে ছওাল পুছে বসিয়া সন্ধান॥ মোরা কেবায় বসিয়াদেখে খুলিয়া নয়ন *মাদার বুঝিয়া আপন মজবুত হইয়া ॥ যোগীর জওাব দেয় আল্লা ধেওাইয়া*বলহে যোগি তুমি কি ছওাল করিবে ॥ আল্লা যদি করে জওাব এখনি মিলিবে * আল্লা আল্লা বল ভাই যত মোছলমান ॥ যোগি মাদারের ছওাল সোনহ বয়ান *আমি বান্দা ছায়াদত আলি অধম নাচার ॥ না দেখি উপায় আমি বড় গোনাগার * জেন্দেগি কাটাই আমি আল্লা না ভজিনু॥ দুনিয়ার ফেরেবেতে সব হারাইনু * মিছা এ জেন্দেগি দেখি ভাবিয়া অসার ॥ আখেরে কিরূপে আমি পাইব নিস্তার * আল্লা নবী ভরসা আমি রাখি রাত্র দিন ॥ মোছলমানে বল সবে আমিন আমিন*

* ছেন্দা যোগী মাদারকে ছওাল পোছে তাহার বয়ান । *

পয়ার ছন্দ * সোন ভাই মোছলমান করিয়া খেয়াল ॥ মাদার কেমন ওলি সোন সবে হাল * রৌসন অজুদ তার রৌসন দিদার ॥ ছওাব জওাব হয় দুই বরাবর * মাদারে পোছেন যোগি বুঝিয়া ছওাল ॥ জওাব মোর দিয়া মাদার করনা নেহাল * উমর ভর খানা মাদার খাইয়াছ কিনা ॥ ঠিক করে বল তুমি না করো বাহানা*মাদার বলেন যোগি কেমনে জানিলে ॥ বলনা হে যোগি তুমি কিরূপে চিনিলে * কেমনে জানিলে তুমি আমার সন্ধান ॥ একারণে চিনি আমি করিয়া ধিয়ান * মাছি তোমার বদনেতে না দেখি বসিতে ॥ এ কারণে চিনিলাম বলিনু তোমাতে * বলিল মাদার তুমি সত্য যে জানিলে ॥ খাই নাই খানা বটে আমি কোন কালে * যোগি ফের পুছে ছওাল মাদার বরাবর ॥ দেখিয়াছ খাব কিনা বল নেক কার * মাদার পুছিল যোগী জানিলে কেমনে কেমনে জানিলে তুমি কিরূপ সন্ধানে * যোগী বলিল মাদার চিনি একারণ ॥ চক্ষের চাহনি তোমার এয়ছাই নিরক্ষণ * সেভাবে বুঝিলাম আমি খাব না হয়েছে ॥ নিশ্চয় জানিয়া আমি বলি তোমার কাছে * মাদার কহিল যোগী সত্য বলিয়াছ ॥ বড়ই আক্কেল

তোঁমার মোরে চিনিয়াছ * শুই নাই উম্মর ভর নিদ্রা নাহি যাই ॥ ঠিক বলিয়াছ যোগী ভুল চুক নাই*ফের যে পুছিল যোগী তেছরা ছওাল ॥ আঠার হাজার পয়দা করিল বাহাল * কোথায় রাখিল আলম কোথায় ঠেকানা ॥ তাহার সন্ধান মাদার আমারে বলনা*মাদার বলেন যোগী সোন দেল দিয়া ॥ আট হাজারআলম আল্লা আছমানে রাখিয়া*ছয় হাজার আলম ভার দরিয়ার বিচে ॥ দুই হাজার আলম আর রাখিয়াছে নিচে* এক হাজার আলম তার আণ্ডার মাঝার ॥ পেটেতো রাখিল আলম আর এক হাজার* এই আঠারো হাজার আলম একুনে॥ বুঝিয়া দেখনা যোগী হৈল কিনা হৈল*সব কথা সত্য তুমি বলিলে মাদার ॥ দেলের মধ্যে সোবা মোর কিছু নাহি আর*ফের যোগি পুছিল তারে পয়দা কে করিল ॥ মাদার বলেন তারে আল্লা পয়দা কৈল * আপনি ফরমেছেন আল্লা আয়েতকোরানে ॥ শুনহেযোগি তবেআয়েতেরমানে*

قوله تعالى - عالم الغيب والشهد
ة والرحمن الرحيم

আয়েতের মানি সোনহে এছলাম ॥ ফরমিয়াছেন আল্লা তালা আয়েত কালাম * গায়েব মানের তিনি রহমান রহিম ॥ উদ্ধার করিতে সব আছেন করিম*রাখে মারে সব পারে কে বুঝিবে সীমা তুমি আমি কি বুঝিব তাহার মহিমা * বক্সাইতে পারেন তিনি তামাম আলম ॥ গোনাগার করিতে পারে দেয় জাহান্নাম * এমন মালেক তিনি পরওার দেগার ॥ বক্সাইতে পারেন তিনি যত গোনাগার : চৌঠা পুছিলযোগি মাদারে ছওাল ॥ হজরত নুর নবির আমি শুনিব যত হাল * কোরেসি হইয়া হজরত ছৈয়েদ হইল ॥ কি প্রকারে হৈল ছৈয়েদ বুঝাইয়া বল * মাদার বলিল যোগি শুন মন দিয়া ॥ কোরেসী ও বেনি হাসেম তায়ে পয়দা কিয়া* জিবরিল আসেন রোজ হজরতের হোজরায় ॥ আসিয়া বসেন কত ভালা বুরা কয় * একদিন জিবরিল আসিয়া হোজরায় ॥ এলাহীর পয়গাম হজরতে পৌছায় * সওগাত দিলেন আল্লা কোম্বল দরুদ ॥ এই তোহফা দিলেন তোমায় আপনি মাবুদ *

ছৈএদি কোম্বল এই ছরদার আল্লার ॥ মালেক মোক্তার তুমি দিন দুনিয়ার * আল্লার হুকুম এই শুন নেককার ॥ এমাম হোছেন দোন নাতি যে তোমার * ডাহিনেতে হাছেন বায়েতে হোসেন ছামনে ফাতেমা বিবী তারে বসালেন * উপরেতে কোম্বল দেয় উড়ায় জীবরিল ॥ এমন মোরতবা তারে দিলেন জলিল * হজরতের কদম হৈতে কোম্বল উড়ায় ॥ নাছিল হজরত আলি হাজের সেথায় * শীকারেতে গিয়াছিলেন আলি পাহালওান ॥ নাছিল হাজের সেথা শুনহে সন্ধান * পরেতে হজরত আলি সেকার হইতে ॥ বসিলেন শেষে গিয়া কোম্বল বিচেতে * ছৈএদি দরজা পাইল এই পাচ জনা ॥ ছালাম করিয়া জীবরিল হইল রওানা * সে হৈতে মরতবা দেখহইল সবার ॥ ছৈএদ বলায় তাঁরা সবে বারে বার*যোগী ফের পুছিলেন মাদারের তরে ॥ মোহাম্মদ খাতা কৈল কেমন প্রকারে * যেই নয় চিজে ভাই বোজরগি পাইল ॥ প্রকাস করিয়া মাদার ভেদ কথা বলো * নয় চিজের ছওাল যে মন দিয়া সোন ॥ তিন বোজরগি তিন লজ্জত কোব্বত তিন * হেছাবেতে নয় হয় সোন তার মানি ॥ পহেলা যে তিন যোগী বলিব এখনি আল্লাজির জবেকরা জানিবে হারাম ॥ মোহাম্মদের জবে জানহালাল তামাম * যোগী বলিল মাদার বলনা খুলিয়া ॥ আল্লার জবেহারাম হৈল কেমন করিয়া * মোহাম্মদের জবে হালাল হইল কেমনে ॥ বোঝাইয়া কহ মাদার সুনি এক মনে * খোলাছা বলনা মাদার হই যে নেহাল ॥ সোন ওহে যোগী তুমি করিয়া খেয়াল * হালাল হারাম দুই জানিবে বাহাল ॥ খোদারজবে জানিবে মউত কালেকাল জানওার মরিয়া গেলে না হয় হালাল ॥ সারার কেতাবে লেখা আছে এ আহওাল * মোহাম্মদি সারা মতে জবে যে করিলে ॥ হালাল জানিয়া তারে খায় যে সকলে * দুএমেতে বোজরগি যে বেগানা আওরত ॥ নজর করিলে গোনা হয়তো আলবত * নেকা যদি করে তারে মোহাম্মাদ সারা ॥ সে বিবী হালাল হয় বুঝিবে মাজেরা * ছিয়েমে বোজরগি যান করিয়া নিশ্চয় ॥ হাজার সাল এবাদত করেন বাজায় * মোহাম্মদের কলমা যদি নাপড়ে মুখেতে কিছু কামে না আসিবেজানিবেদেলেতে* সেই বান্দার তরে আল্লা রুজি: নাহি দিবে ॥. বেহেস্ত হইতে তারে তফাত করিবে * সাহ:মাদার॥

লাএলাহা এল্লাল্লাহো মোহাম্মদ রছুলুল্লা ॥ না পড়িলে দোজখেতে দিবে আল্লা তালা * শোন যোগি সে কেমন কালাম আল্লার ॥ লিখিয়া জানাই আমি সেই সমাচার * যে রূপ পাইলাম আমি কোরান মাঝার ॥ আয়েত কোরান তাতে লেখা এ প্রকার*

قال النبي صلى الله عليه وسلم لذت الدنيا ثلثة اكل اللحم راكب اللحم في اللحم

এই হাদিছের মানি লিখিয়া জানাই ॥ বুঝিয়া লইবে যোগী ভুল চুক নাই * আল্লা যারে হালাল মোহাম্মদ কৈল হারাম ॥ এই এক কওল যোগী জানিবে তামাম * খাতা হইতে কত চিজ নাফা পাওা যায় ॥ বুঝিতে আক্কেল চাই কহিনু নিশ্চয় * এই তিন বোজরগি হৈলমোহাম্মদের সারা ॥ তিন লজ্জতের মানিশোনহে মাজেরা গোস্ত খাওা লজ্জত এক জানিবে মাকুল ॥ আওরতের সাতে খেল ওত যে করে কবুল * এদুই লজ্জত আর লজ্জত জোবান ॥ রসিক হইলে বুঝিবে যে জানে সন্ধান * তিন লজ্জতের কথা তামাম হইল ॥ শোন২ যোগী তুমি করিয়া খেয়াল *

صم بكم عمي فهم لا يرجعون

তিন কোরবতের কথা শোনযে সন্ধান ॥ একে২ শুন যোগী আএত কোরান * লাড়কা যখন হয় গোঙ্গা কানা কালা ॥ কিছু মাত্র জানে নাই ছাওাল অবলা * চক্ষের চাহনি যোগী আমার তোমার সেই রূপ হৈত যদি তখন তাহার*আমা তোমার মত যদি কান হৈত তার ॥ অবলা ছাওালে নাহি করিত পিয়ার* গোঙ্গা যদি না হুইত লাড়কার জাত ॥ মা জননী না ছুইত করিত তফাত * সিয়ানার বোদ তাতে কিছু মাত্র নাই ॥ অবলা জানিয়া তারে মা জননী দাই * রপ্তে২ সেই লেড়কা সিয়ানা হইলে ॥ হোস গোস সকল হয় বালক হইলে * এ তিন করবতের মানে বুঝিবে সন্ধান হয় নয় দেখ ভাই করিয়া ধিয়ান * এই জন্য এই তিন বোজরগি জানিবে ॥ হয় নয় মনে ভাবি বুঝিয়া দেখিবে * বুঝিবারে জ্ঞান চাই সহজে না হবে ॥ বুঝিলে অবশ্য লাভ এহাতে পাইবে * এই নয়

বজঁরগি ভাই জানিবে নিদান॥ তামাম করিনু আমি করিয়া বয়ান আল্লাহ বল ভাই যত দিনদার॥ লইবে আল্লার নাম দমের সোমার লিখিতে ডরাই আমি পুসদা কালাম॥ মোরসেদ করেন মানা না কহো তামাম * পুসিদা কালাম সব খুলিয়া লিখিলে॥ অরসিক দেখিলে যে দিবে টেলে টুলে* গ্রাহ্য না করিবেক হাসিয়া দেওানা ঠাট্যা গালি উড়াইবে করিয়া বাহানা * সে কেমন শুন ভাই যত মছলমান॥ এক নকল লিখি আমি বুঝিয়া সন্ধান* সওামির শয্যার কথা আরোতি না কয়॥ শুনাইলে সে সব কথা হাসিয়া উড়ায় * হাসিয়া মুচ্ছিত হয় শুনিলে সে কথা॥ অকুওারি কি জানিবে সে শয্যার কথা * বোঝেনা রসিক লোক যে জন রসিক॥ বোজহে রসিক লোক মন করে ঠিক * সেই জন্য ছায়াদালি কলম থাকিয়া আগে নাহি বাড়ে আর আদব রাখিয়া* বড়ই নাদান আল্লা করিল আমারে॥ কেচ্ছা লিখিবার ভাই ক্ষমতা কি মোরে * আমি বান্দা ছায়াদ আলি বড় গোনাগার॥ আকবতে কিরূপেতে হইব উদ্ধার গান একটী লিখি আমি অনেক ভাবিয়া॥ বুঝিবে রসিক লোক পড়িয়া শুনিয়া *

* গান বাউলের সুর *

যে একটি দরিয়া আছে তাতে মানুষ ধোরে খায়॥
আমি বলিব কাহায় *

না জাহাজ বোট না আছে তরি, কেবল ভাবনাতে মরি, কত মহাজন ভাবে বসে আমার কি হবে উপায় * অকুল সমুদ্র পার, পার হওা বড় ভার, আমার ভাঙ্গা তরী চৌদ্দ পোওা ভরসা কিবা আছে তার*সেই দরিয়ার পার হতে চাহে কত জন, কত মনি মহাজন, দেখে শুনে ছেড়ে দিল কি হবে উপায় নাছুত মলকুত জঁবরুত লাহুত আছেত হাহুত, তাতে ডর আ-ছেত বহুত, পাঁচ যায়গায় গেলে পরে পার হবি সে দরিয়ার সেই তরিতে এক মানুষ আছে রূপের মুরালি, তরি কেমনে সাজালি, লোক জন নাহি সাতি একেলা কাণ্ডারি হয় * ছায়াদ আলি বলে গুরু কি হবে উপায়, আমার ডরে প্রাণ যায় মোরসেদ বলে লাএলাহা রাখ মুখে সর্ব্বদায় * * * *

* দোছরা গান সুর বাউলের *

তুমি বড় কামাল সাহ মাদার॥

আমার ঘোচাও মনের অন্ধকার*

মনে ছিল যে বাসনা, বুঝি পুর্ণ হয় বাসনা, ঘুচবে মনের ফের যাতনা, নিকটে তোমার*এসে ছিলেন হজরত আলি, দুঃখের কথা. তারে বলি, দিলেন আমায় ফেরে ফেলি, অকুল পাথার আইলে তুমি নছিব গুণে, চেয়ে দেখলাম দুই নয়ানে, মাছি ক্রীড়া নাই বদনে, তোমার শরীর মাজার * মোরাকেবায় বসে দেখি. পলক নাহি মারে আখি, নিদ্রা আহার নাহি দেখি, কেবল নুরের আকার * তুমি জেন্দা সা মাদার, তুমি দমের মাদার, তোমার রওসন দিদার, দেখলাম তোমার আকার প্রকার*

* যোগীর ছওাল *

* পয়ার ছন্দ *

এই গান গেয়ে যোগী ছওাল পুছিল॥ মনের বাসনা ফের কহিতে হইল* মাদার কহিল বাবা মনের বাসনা॥. অবশ্য করিয়া বল নাকর ভাবনা*যোগী পুছিলমাদার শুন দেল দিয়া॥ মছলমান মরিলে জেন্দা কেমন করিয়া॥* দুনিয়া কি চিজ আছে মরিলে কোথায়॥ এই সব বান্দা জেন্দা কোথায় তাতে রয় * দুনিয়া কেমন চিজ বলনা মাদার॥ শুনিতে খাহেস রাখি নিকটে তোমার *

* মাদারের জওাব *

শুন যোগী মন দিয়া আমার বচন॥ দুনিয়া জানিবে তুমি আণ্ডার মতন * সেই খাক পেট বিচে রাখেন যতনে॥ নেকালিয়া দিবে যখন হেছাবের দিনে * যোগী পুছিল ফের মাদার বরাবর॥ কেমনেতে আণ্ডা হৈল কহ একবার * মাদার কহিল যোগী শুন দেল দিয়া॥ কিছু দিনে মুরগী আণ্ডা রাখেন পাড়িয়া* আপন বগলের নীচে আণ্ডাকে দাবিয়া॥ ভুল চুক পাবে নাইবলি বুঝাইয়া*পরেতে ওঠায় বাচ্চা দেখনা ভাবিয়া॥ সেরূপ দুনিয়া তুমি দেখিবে ভাবিয়া ফের যোগী মাদারে এছওাল পুছিল॥ বলি একছওাল ফের বোঝাইয়া বল * তামাম মছলমান যখন যাইবে বেহেস্তে॥ তুবা দরক্তের নীচে বসিবে সবেতে * তামাম মছলমান তুবা দরক্তের নীচে॥ ছায়া তলে খাড়া হবে দরক্তের নীচে*সে দরক্ত দুনিয়াতে আছেন কোথায়॥ বলনা আমার কাছে করিয়া নিশ্চয়*মাদার কহেন যোগী নাজান খবর॥ শোনহে আমার কাছে জওাব তাহার * দুনিয়ার তুবা গাছ আফতাব মাহতাব॥ শোন যোগী জওাব বলি মাফিক

কেতাব * দুই বোরক্ত সকল তাপে করিতেছে॥ সেইরূপ ছায়া হবে তুবা গাছের নীচে * আল্লা তালার ছায়া হবে একুই বরাবর॥ ফকির মিছকিন গনি তাহার ভিতর * যোগী পুছিল ফের মাদার হুজুরে॥ আর এক ছওাল করি তোমা বরাবরে * তামাম মছল মান খানা বেহেস্তে খাইবে॥ বোল চাল করিবে কিনা আমারে বল তাবে* দুনিয়ার যেই রূপ সেই রূপ ধারা॥ সেই রূপ হবে কিনা বলিবে মাজেরা * মাদার বলিল যোগী শুনহে বয়ান॥ মায়ের পেটেতে যেমন লাড়কা ঘুমান * বোল চাল নাহি যেমন মাএর পেটেতে॥ যতদিন থাকে পেটে মায়ের গর্ভেতে * যত দিন না আসে বাহেরমার গর্ভ হৈতে॥ ততদিন বোলাচালনাহিকারো সাতে মা জননী যাহা খায় আরক পৌছায়॥ দশ মাস দশ দিন বশ খেয়ে রয় * খালাছ হইলে লাড়কা বোল চাল করে॥ এই রূপে সেই খানে জানিবে অন্তরে * বেহেস্তেতে থাকা যেমন মায়ের উদর॥ বোল চাল কিছু নাই সোনহ খবর * ফের যোগী পুছিল মাদার বরাবর॥ খাইতে চাহিলে মেওা বেহেস্ত ভিতর*যত মছল মান আছে ছামনে আল্লার॥ যেরূপ চাহিবে মেওা পাবে বেসমার* দুনিয়াতে কিবা আছে কি মেওয়া পাইবে॥ রকম২ মেওা বেহেস্তে খাইবে * বাদসাই চাহিলে কেছু তাহারে মিলিবে॥ হুকুম করা মাত্রে সেথা তখনি পাইবে * বলা মাত্রে আজ্ঞাকারী হাজারে হাজার॥ হইবে তাহার কাছে ফরমা বরদার* দুনিয়া কি ছার হয় তাহার ছামনে॥ বাদসাহি মাঙ্গিলে বান্দা দেয় ততক্ষণে* যোগী পুছিল মাদার বলিযে হুজুরে॥ মরদ ও আওরতে খেলওত হবে কি প্রকারে*আর মনি নাপাক চিজ জানেন সবায়॥ কি রূপেতে বান্দা পয়দা তার মাজে হয় * বলনা মাদার তুমি মোরে বুঝাইয়া॥ কারার হইবে দেল সে কথা শুনিয়া * মাদার কহেন সোন যোগী গুণধাম॥ মন দিয়া শুন তবে আল্লার কালাম * আব মনি পলিদ আমি কেমনে বলিব॥ হারাম কারি করিলে ভাই হারাম জানিব* নুর নবি পয়দা হৈল যেই মনি হৈতে॥ পলিদ হইলে মনি পয়দা নাহি তাতে * সহওত বাজি করা দুই জনার সাত॥ হরকত করিলে তাতেহয় নাজাছত* মসিজে আছল চিজ জানিবে মাকুল॥ ভেদ কথা খুলিলে যোগী হারাই দুকুল * যাহাতে দুনিয়া আবাদ

করিল মামুদ॥ নিস্তী হৈতে হিস্তী কৈল তামাম মৌজুদ * আওর তের সেকমে আসি এক কাতরা মনি॥ নাক কানমুখ দিয়া বানায় রুহানি * আয়নাতে যেরূপ হয় পারা বসাইলে॥ মুখ দেখা যায় তাতে ছামনে ধরিলে * সেইরূপ আবমনি সেকম মাজার॥ পাড়িলে রুহানি পয়দা হয়ত আল্লার * আল্লার পেয়ারা হয় সেইত মমিন॥ হয় নয় বুঝে দেখ করিয়া একিন * মা বাপের আট চিহ্ন খোদার হয় দশ॥ এহাতে ওজুদ পয়দা করিলেন বস * বাপের পোস্তেতে আসি মায়ের সেকমে॥ পয়দা করিল আল্লা সকল আলমে * এখা-মেতে বুদ্ধি চাই সহজ কথা নয়॥ কার বাপ কার বেটা কেবা দাবি লয় * ভেদ কথা খুলি যদি কেবা হয় কার॥ মাবাপ চিনিলে তার ঘোচে অন্ধকার * ঠার কথা বলি আমি বুঝিবে সকলে॥ কাগের পেটেতে আণ্ডা পাড়েন কোকিলে * কাক এক ধুর্ত্ত জাত তাচেয়ে কোকিল॥ কাকের বগলে ঘোসে বড়ই মুস্কিল * কাকের আণ্ডাকে ফেলি ঝট আণ্ডা পাড়ি॥ মালুম না হয় কাকে যাইবেকউড়ি * কাক এমন ধুর্ত্ত হয় কোকিল দিয়া ভাজি॥ চক্ষে তার ধুলা দিয়া খেলে ভোজ বাজি * কোকিল মজায় রয় কাক বেটা মরে॥ বাচ্চা তুলে কত দুঃখে পালন তার করে * পালিয়া পুস্যিয়া যখন সিয়ানাহইল আপন আর কোকিল বাচ্চা চিনিতে নারিল * স্যেয়ানা হইলে বাচ্চা উড়িয়া পালায়॥ কাকের সঙ্গেতে আর মিলে নাহি রয় * জাতের সভাব যাহা কুহু২ করে॥ আপন নছলে গিয়া মেলেযে আখেরে * আপনি মজায় রয় রমণীর মন হরে॥ বোজহে রসিক লোক বলিনু সবারে * পয়দাসের কথা হেথা দিলাম ছাড়িয়া॥ লিখিয়া জানাই আমি কেতাব দেখিয়া * কেতাব মাফিক লিখি শোন মন দিয়া॥ যোগী বুঝিবে তুমি খেয়াল করিয়া * মাএর স্যেকমে পয়দা বাপের পোস্তেতে॥ বুঝিয়া দেখনা যোগী আয়েত কোরানেতে * স্যে জন বোজরগি দিল আদম আওলাদ॥ আদমে না প্রকাশিলে না হৈত বুনিয়াদ * এহার হদিছ এই শুন মন দিয়া॥ আয়েত কোরা-নের কথা লিখি প্রকাশিয়া *

পয়ার ছন্দ * যোগী ফের পোছে শুন মাদার দেওান॥

কারে বলে ছগির কবির সোনাও বয়ান*কহেন মাদার যোগী শুন সে মাজেরা॥ একে২ কহি আমি শুনিবে যে ছারা* আরবি জবানে ছগির ছোটকে বলায়॥ কবির বড়কে বলে জানিবে নিশ্চয়* এক মানুষ ছগির হয় ছোট বলে যারে॥ তামাম আলম কবির বলেন বরোরে * কবির ছগির মানি করিনু বয়ান॥ এই তক ভেদ কথা জানিবে সন্ধান * আর বার পোছে যোগী মাদারেরতরে। আছমান খানি কোথা আছে বলনা আমারে * মাদার কহেন যোগী শোন মন দিয়া॥ মানুষের ছের হয় দেখ বিচারিয়া * পাঁ হয় জমিন ভাই শোনহে সন্ধান॥ এই তক জেনে লিবে কালাম বয়ান*ফের যোগী পুছিলেন মাদারে যাইয়া॥ তিন শত ষাট রগ মানুষেরে দিয়া * তিন শত ষাট দিনে বচ্ছর করিয়া॥ আল্লাতালা সব কিছু দিল প্রকাশিয়া*যোগী ফের পুছিলেন মাদারের সনে॥ বার চিজ দুনিয়াতে কি আছে এখানে* মাদার বলিল যোগী শোন দেল দিয়া* বারো কথা লিখি আমি বয়ান করিয়া * হামল হৈতে ছের হৈল কহি বুঝাইয়া॥ ছুর হৈতে হলকুম লিবে যে জানিয়া * জৌজা ও মিছাকে দোন বাজু পয়দা হয়॥ ছরতন পোস্ত হয় বলিনু নিশ্চয় আছদ যে ছিনা হয় কহিনু বয়ান॥ ছোম্বলা সেকম হয় জানিবে জওান * আকরব তামাম মহল হয়ত নিশান॥ কুছ ও জুদি দোন যোগী হয় রান * দেল যে ওজুদ হয় ঠিক জেনে লিবে॥ হুত দোন কদম হয় একিন জানিবে*এই বারো বোরজে পয়দা করিল মমিন নিশ্চয় জানিবে যোগী করিয়া একিন * *যোগীর ছওাল*

যোগী ফের পুছল মাদার বরাবর॥ আছমানের তারা যত ঠেকানা তাহার * মাদার কহিল যোগী শুন মন দিয়া॥ মানুষের রোঙা যত তারা তত কিয়া * ভেদ কথা বলি আমি তোমার গোচরে॥ বুঝিয়া লইবে যোগী এসারার পরে* * যোগীর ছওাল *

ফের যোগী পুছিলেন মাদারের সনে॥ কোথা আছে জমিন বলনা সন্ধানে * যাহাতে বসিয়া আমি আছিত এখন॥ চলা ফেরা সকলের হয়তো মিলন * এইত জমিন হয় এইত বুনিয়াদ॥ এই সব কথা তুমি রাখিবে এয়াদ * * যোগীর ছওাল *

যোগী ফের পুছিল যে মাদারের তরে॥ খোদা এখন কি করিছে বলনা আমারে* আপন যাগা ছেড়ে যোগী এসনা হেথায়॥ সওা

লের জওাব তবে দিবযে তোমায়* একথা শুনিয়া যোগীউঠে খাড়া হয় ॥ মাদার যাইয়া বসে তাহার জাগায় * মাদার কহিল যোগী কি ছওাল করিবে ॥ এখনি দিবযে জওাব মালুম করিবে*যোগী বলে হজরত বলনা আমায় ॥ খোদা এখন কিবা করে এমন সময় * মাদার বলিল যোগী তোমায়ওঠাইয়া ॥ তোমার জাগায় মোরেদিল বসাইয়া*শুনহে ছেদ্দা যোগী বলি যে তোমায় ॥ সব ছওাল তো-মার আমি করিলাম সায়*এক ছওাল করি আমি শুন মন দিয়া ॥ দেহনা ছওালের জওাব দেলেতে বুঝিয়া * আরজ করিল যোগী কবুল করিনু ॥ যে ছওাল করিবে আমি সব মেনে লিনু * মাদার কহিলযোগীশোন দেলাদিয়া॥ ছওালের জওাব তুমি দেওনা বলিয়া * আট বেহেস্তের উপর ডাহিন তরফেতে ॥ কিবা লেখা আছে যোগী সেই দরওাজাতে*তখনদেলেতে যোগীমালুমকরিয়া এয়ায় গণ সাতে করি ছামনে যাইয়া * তওবা করিল যোগীতামাম এয়ার ॥ বড়ই কামেল পার বুঝিনু মাদার * লা এলাহা ইল্লাল্লাহ মহাম্মাদোর রাছুলুল্লা ॥ সকলে পড়িয়া কলমা বল আমিনআল্লা*মোছলমান হৈল যোগী এয়ার তামাম ॥ আচ্ছালাম আলেকমকৈলআলেকম ছালাম * মাদার রাখিল নাম কাজি সাহা বদ্দিন ॥ মোছলমান বল সবে আমিন২* কাজিকে সেখায় তখন জেকের এলাহি ॥ এই নাম পড় তুমি আর কিছু নাহি *

এয়াহু২ এয়ামানাহু লাএলাহা ইল্লাহু * পড়িবে সদত দেলে লাএলাহা ইল্লাহু * পাচ অক্ত নামাজের কয়েক সময় ॥ বাইস বার পড়িবে সে বলিনু তোমায় * এহাতে তোমার দেল যাইবে খুলিয়া এই সব নছিহত তামাম শুনিয়া* কবুল করিল সব নছিহতকালাম এই আরজ পুরা হৈল সকল তামাম * এই আরজ করি আমি তোমারে জনাবে ॥ নাগাওার দেশ মোরে বখসেস করিবে*আমাকে বখসেশ কর নাগাওর দেশ ॥ করিব আল্লার জেকের হইয়াআবেস মাদার বখসেস কৈল নাগাওর দেশ ॥ এই খানে আল্লার জেকের করিবে হামেস * যে দোওা করিনু আমি ইমান বাহাল ॥ জনম থাকিবে সুখে হইবে নেহাল* যোগীর কেচ্ছা হেথা হইল তামাম ॥ মোছলমান ভাই সবে আমার ছালাম * অধীন ছায়াদ আলি বড়ই নাচার ॥ দিনদার মোছলমানে ছালাম হাজার*নবিজীর চরণ বিনে

নাহিক নিস্তার ॥ মোরশেদ বিহনে ভরসা নাহি আর *

* ২ দোছরা সওাল *

হজরত মাদার সাহেবকে মাওলানা বদরদ্দিন ফাজেল তিন শত ষাট সাগরেদ সঙ্গে লইয়া সওাল করে তাহার বয়ান *

পয়ার * শুন২ দিনদার করিয়া খেয়াল ॥ দোছরা ফাজেল এক করিল ছওাল * তিন শত ষাট সাগরেদ সঙ্গেতে তাহার ॥ বড়ই ফাজেল ছিল নামে নামওার * বদরদ্দিন কনুজ যে ফাজেলের নাম ॥ সর্ব্বগুণে গুণোমতি বড় গুণধাম * বদরদ্দিন গিয়া সাহা মাদারের কাছে ॥ কদম বুছি কিয়া বলে সওাল মোর আছে*সাত আওতাদ 'কারে বলে বলনা হজরত ॥ মনের ব্যথা ঘোচায়ে দাও করিয়া নেহাত * শুন ওহে বদরদ্দিন করিয়া খেয়াল ॥ আওতাদ বলে নেঘাবানে শুনহে আহওাল * আওতাদ যেমন আবদাল গওছ পির ॥ সাত আওতাদ সাত সাগরেদ করি স্থির * শুন শুন ওহে ফাজেল তামাম বয়ান ॥ আর কিছু বল ছওাল করিয়া ধিয়ান আর সাত মোকাম যে অজুদ মাঝার ॥ নেঘাবান আছে তাতে ফেরেস্তা আল্লার * অজুদেতে এক রাস্তা আছে যে ঘেরাও ॥ সাত আওতাদ নেঘাবান করিল মেলাও * সাত ঘরে সাত ফেরেস্তা আছে নেঘাবান ॥ আর সাত দিন তাতে করিল নিদান * সাত২ বহুত সাত মেলাও আছে সাত ॥ তার বিচে আছে আপে পাক-জাত*লাএলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাছুলোল্লা ॥ কিরূপে হইল পয়দা লাএলাহা ইল্লাল্লা * বদরদ্দিন ছওাল পুছে ছামনে মাদার ॥ পহেলাতে হাসরেতে কান্দিবে কে আর * পহেলাতে হাসরেতে কান্দিবে জমিন ॥ আগেতে লিবেন হেছাব রব্বেল আলামিন * জমিন কান্দিয়া কবে আল্লার দরগায় ॥ কি গোনা করিনু আমি আজাব কেন হয়*জবান নাহি দিলে মুখেবোল চাল নাই ॥ কেমনে আজাব মোরে করিবে গো সাই * কিছু না শুনিবে ফরিয়াদ হেছাবের কালে ॥ নাফছি এয়া নাফছি বোল বলিবে সকলে *

* ফাজেলের ছওাল *

বদরদ্দিন ফের পুছে মাদারে সওাল ॥ এইবার জওাব দিয়া কর না নেহাল * আফতাব মাহতাব তারা কিবা নাম ধরে ॥ বল না মাদার সাহেব খুলিয়া আমারে* আফতাব মাহতাব দুই সেতারা জানিবে সাহ মাদার ॥

এক্কের নাম আসদ তুমি দেলেতে বুঝিতে * দুয়ের নাম আছাবি জানিবে নিদান॥ এই তক বলিনু যে শুনহে সন্ধান * আফতাব আছমানে থাকে মাহতাব তার সাত॥ দুই জনা ঘুমিতেছে মিলে দিন রাত*ছরতান ছোম্বলা দুইছেতারার নাম॥ দু ফেরেস্তা নেঘাবান আছেন মোদাম*দিবা রাত্রি ঘুমিতেছে জমিন আছমান॥ দিন রাত দু ফেরেস্তা আছে নেঘাবান * নীচে উপর ঘুরিতেছে চরখির মেছাল॥ দুজনা ফেরেস্তা তাতে লাগা হামেহাল * কি প্রকারে চলে ফেরে না পারি বুঝিতে॥ এস্ক হৈতে চলে ফেরে জানিবে দেলেতে * এস্ক যদি না হইত উপরে সবার॥ কিছু নাহি হৈত পয়দা আল্লার বাজার * এস্ক হৈতে হৈল মোহাম্মদ ছারে জাহান॥ এস্কের মালিক হৈল পাক ছোবহান * আছমান জমিন পয়দা আরস,কোরস॥ এস্ক হৈতে দরিয়াতে মারে কতো জোস *

* ফাজলের ছওাল *

মাদারে পুছিল ফের ছওাল দোবারা॥ কয় নুর আছে সাহেব বলনা মাজেরা * মাদার বলেন নুর পাচ পয়দা কৈল॥ আল্লাতালা পাচ নুর নিজ নুর দিল * ছিয়া ছফেদ জরদ সবুজ পাচ নুর॥ এই পাচ নুর আল্লার মেলাও জহুর * ফের পুছে বদরদ্দিন মাদার ছামনে॥ এই পাচ নুর মেলা আছে কোন খানে * যে রং দেখিবে এখন নজর করিয়া॥ সব চিজে আছে নুর মেলাও হইয়া *

* সওাল *

বদরদ্দিন পোছে ফের মাদার সামনে॥ এই সওাল করি আমি ভাবিয়া এখানে * দুই তিন নেকা হয় আওরত মর্দ্দের॥ কারসাতে হবে দেখা নিদান আখের*দুনিয়া ছাড়িয়া জাকে আগেতে মরিবে তার সাতে সেই বিবী সেথায় মিলিবে * সেই মরদের সঙ্গে হইবে দিদার॥ এ কথা বুঝিয়া লিবে সত্য যে আমার *

* সওাল * বদরদ্দিন আরজ করে মাদার বরাবর॥ কয় মোকাম কোন নুরে হয়েছে গোলজার * আওল মকাম হৈল মোহাম্মদের নুর॥ ছেতারার উপরেতে করিল জহুর * দুয়েমেতে নুর লিয়া রাখিল বেহেস্তে॥ ছিয়মে নুর রাখেন আদম পেসানিতে চাহারমে নুর রাখে পোস্তে আবদুল্লার॥ পঞ্চমেতে রাখে নুর পেটে আমেনার*সসমে ঐ নুর লিয়া আইল কবরে॥ সপ্তমে ঐ নুর লিয়া

রৌজ মহাশ্বরে * আপনার নুরে নুর মোহাম্মদের নুর ॥ ছেপাইল সাত জাগায় মোহাম্মদের নুর * এই সাত নুরে হৈল মুকাম সাতঠাই বুঝিয়া দেখহে আল্লা কেমন গোসাই * এই সাতে সাতদিন জাহের হইল ॥ মোহাম্মদের নাম হৈতে সব প্রকাশিল * না হইত মোহাম্মদ আছমান জমিন ॥ কিছু নাহি হৈত পয়দা জানিও একিন * মোহাম্মদের কারনেতে দুনিয়া আবাদ ॥ না হইলে মোহাম্মদ সকলি বরবাদ * আল্লা তালার নুর হৈতে মোহাম্মদের নুর ॥ তার নুরে সব নুর পাইল জহুর * পীর ওলি গওছ কুতুব পয়গম্বর ॥ মোহাম্মদের নুরে সব করিল পরওার * বদরদ্দিন আরজ করে মাদার বরাবর ॥ আমাকে তালকিন কর ছালাম হাজার * মাদার পড়ায় তারে জেকের আল্লার ॥ এই জেকের কর তুমি হইয়া হুসিয়ার * এয়াহু২ এয়ামানাহু লাএলাহা ইল্লাহু ॥ সবেতে মেলাও আছে জেকের ওইহু * পাচ ওক্ত নামাজ ফজরের সময় ॥ বাইস বার পড়িবে এহা বলিনু তোমায় * আর এই দোওা তুমি আমল করিবে ॥ অবশ্য খোদার ভেদ দেখিতে পাইবে *

* তেছরা ছওাল পীর ও মুরিদের ছওাল জওাব *

পয়ার ছন্দ * মুরিদ ছওাল পুছে হইয়া হুসিয়ার ॥ বাতাইয়া দেহ পীর ভেদ সমাচার * কোন মোকামে কোন হরফ নকসা কিবা আর ॥ কোন দোওা পড়িলে হয় রৌসন দিদার * এতেক শুনিয়া মাদার কহেন তাহারে ॥ দেল লাগাইয়া বাবা পড় এ দোওারে * তারিকি দেলের বাবা দুর হৈয়া জাবে ॥ তজল্লির নুর তবে আসিয়া পৌছিবে *

بسم الله الرحمن الرحيم ◦

اللهم اجعل لنا اشهد واله صلاحا اخرة فلاحا برحمتك

يا ارحم الرحمين ◦ اللهم اجعلنا هذا اشهر كله سلاما

وسلامة امنا امنا امنا وعصمه بعافيه وعفه وصحة وسلاما

وفلاحا ونجاحا وفلاحا برحمتك يا ارحم الرحمين ◦

اللهم اجعلنا هذا شهر رحمة وبركة وعصمة وشهر سعادة وشهر عبادة وشهر كعابة برحمتك يا ارحم الرحمين ◎

* বিছমিল্লা হের রাহমা নের রাহিম *

আল্লাহুম্মা জালায়ালনা আশহাদো ওল্লাহু ছালাহান আখেরাতো ফালাহান বেরহমাতেকা ইয়া আর হামার রাহেমিন * আল্লাহুম্মাজ আল না হাজাস শাহারা কাল লাহু ছালামাও-ও ছালামান উম্মাতান আমাতান ও-ও আছমাহু বেয়াফিহে ও আফহু ছাহতো ও ছালামাও ও ফালাহান ও নাজাহান ও ফালাহান বেরাহমাতেকা ইয়া আর হামার রাহেমিন * আল্লাহুম্মাজ আল না হাজাস সাহরো রাহমানো ও বারকাতো ও আছমাতো ও সাহরো ছায়াদাতা ও অসাহারা এবাদাতো ও সাহারা কবাতম্ বেরাহমাতেকা ইয়া আর হামার রাহেমিন *

* মুরিদের ছওাল *

কোন মকামে কোন জেকের বাতাও আমায় ॥ কোন বাতি জলে সেথা রৌসন কেয়ছা হয়*ভেদ কথা খুলিয়া পীর দেখাবে আমারে নক্সা করিয়া আপে দেখাইবে মোরে * মাদার বলেন বাবা না ছাড়িবে তুমি ॥ নক্সা করিয়া তোরে দেখাই সব আমি * ভেদ কথা লেহ বাবা শুনহে সন্ধান ॥ দেলেতে গাথিয়া লেহ করিয়া ধিয়ান * আউওল মোকামে রৌসন হয়তো মোদাম ॥ তাহার নক্সা এই বাবা লিখি যে তামাম * পহেলা মোকাম ছের দেখ নিরক্ষিয়া ॥ হু শব্দ বিচখানে দেখ তাকাইয়া *

◎ مقام اول ◎
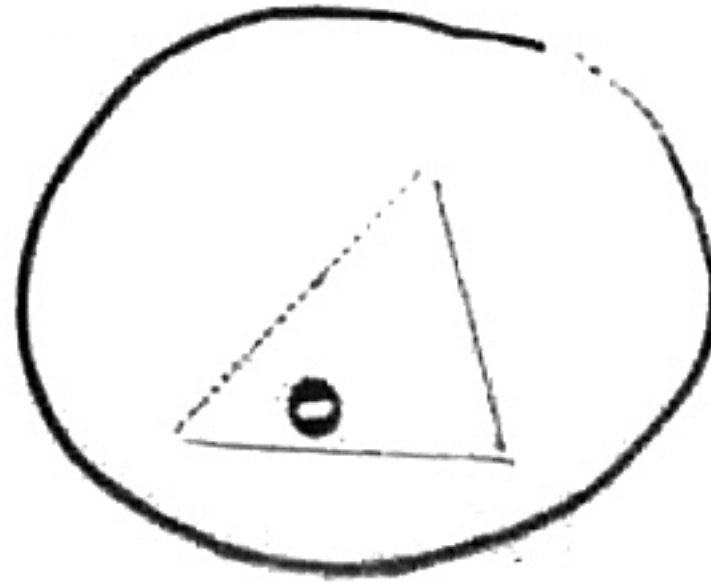
* নক্সা পহেলা মোকামের এই *

* পয়ার * আউওল মোকাম এই ছেরকে জানিবে॥ তাহাতে রৌসন এই দেখিতে পাইবে * দেলে২ এই জেকের হামেসা যোগায়॥ শুন বাবা খেয়াল কর বলি যে তোমায় * এয়া করিম এয়া রহিম দেলের জেকের॥ নাছুত মোকাম বাবা জানিবে আখের * আজরাইল ফেরেস্তা তাতে আছে নেঘাবান॥ আব আতস্ খাক বাদ আছেত যোগান * এই চারের বিচেতে বাবা হয়তো রৌসন॥ জেকের করিবে বাবা লাগাইয়া মন * হামেসা বাতি তাতে ঠাণ্ডা নাহি হয়॥ মেহনত করিলে বাবা দেখিবে নিশ্চয় * লাএলাহা ইল্লাল্লা জেকের করিবে॥ দুই দরজার বিচে নেঘাও করিবে * ছাফ করিবে আগে আপনার দেল॥ যত কিছু এলাকা বাবা করিবে বাতেল * যখন দেখিবে বাবা নয়নের পানি রহমত হইবে বাবা শুন মেরা বানি * মকছেদ হাছেল হবে থোড়া দিন বাদ॥ মেহনত করিবে বাবা না হবে বরবাদ * তবেত জানিবে বাবা রাহা জাবে খুলে॥ সেই ওক্তে মেহনত করিবে দেলে২ * দারল ফানা বাবা বুঝিবে তখন॥ সেই ওক্তে জানিবে বাবা নিকটে মরণ * ঐ বাতি ঐ জেকের রৌসন দেখিবে॥ তবেত দারলবাকায় মোজুদ হইবে * কায়েমি মোকাম বাবা কায়েম হইবে॥ তবেত আল্লার সাতে দিদার পাইবে * দুই দরজার বিচে আজরাইলের আসন॥ হুহু আওাজ তাতে ওঠে সর্বক্ষন * জাগন্ত ঘোমান্ত তাতে একই সমান॥ নিরক্ষণ করিয়া বাবা দেখিবে নিদান * দেলে জানে এক জবে হইবে তোমার॥ গোপনের চক্ষে তখন ভিতর বাহার * দেখিতে পাইবে বাবা অন্দর বাহার॥ কিছু না থাকিবে গোপন দেলেতে তোমার * বাতেনের চক্ষু দোন দুনিয়ার কারবার॥ বাতেনের চক্ষু আছে দেখিতে দিদার * দুনিয়ার চক্ষু যখন মুদিত করিবে॥ গোপনের চক্ষু হৈতে সব দেখা পাবে * গন্ধ সুবাস দেখ গোপন হৈতে রয়॥ ছামনের চক্ষু দেখ ছামনে দেখায়*পৃষ্ঠেতে কি আছে তাহা নাপায় দেখিতে॥অন্ধকার ধন্ধকার দিয়াছে দেখিতে * দোছরা মোকাম বাবা দেখ ঠাহরিয়া॥ নাভিস্থল সে মোকাম দেখ বিচারিয়া * নজর কর নিচে দেখ জ্বলে ঐ বাতি॥ সে মোকামে যাইবে যখন কেহ নাহি সাতি * দুখ

সুখ খেয়ে বাবা যদি পারো জেতে॥ নিরাঞ্জন কর্ত্তা বসে আছেন তাহাতে * সে মোকামের এই রূপ দেখহে নজরে॥ এই রূপ নক্সা বাবা আছে সেই ঘরে *

◎ مقام دوم ◎
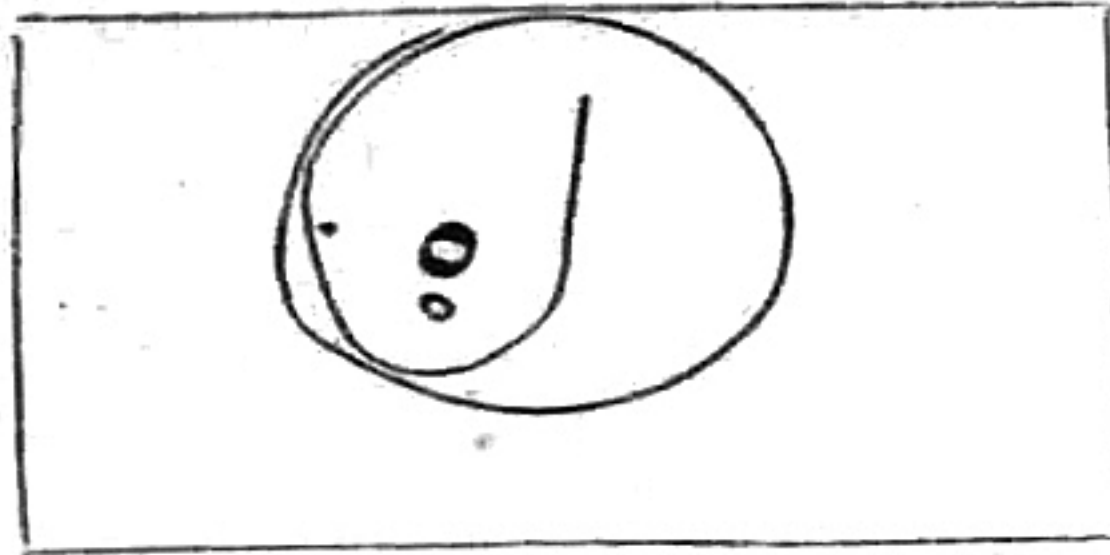
* নকসা দোছরা মোকামের এই *

পয়ার ছন্দ * দুইয়েম মোকাম এই নক্সা. দেখ তার॥ সে মোকামের এই হাল দেখ বরাবর*এই মোকাম নাভির ভিতরে আছে নাভি॥ যে মোকামের অন্ত নাই খায় তাতে খাবি * আরক তাহার যত পেটের মাঝার॥ বোঝহে রসিক লোক কি বলিব আর এতো সামান্য নহে খুলিবার কথা॥ শুনিলে শুখায় ছাতি ধরে এসে মাথা*এই মোকাম মলকুত হয় নেঘাও এছরাফিল॥ জেকের তাহাতে বাবা বড়ই মুস্কিল * সেই ঘর হাওার হয় ছব্জা রঙ্গ তার সে মোকামের জেকের বাবা হয় এ প্রকার * ইল্লাল্লা জেকের ওঠে শুন হামেহাল॥ সে মোকামের দুই দরজা করিবে খেয়াল * দুই ছোরাখ নাকের তার বিচেতে রৌসন॥ আফতাব মদ্ধিখানে বাবা কোরেছে কিরন * সেই জোতে জাহানে রৌসন করিয়াছে॥ ভেদ কথা সব এখন কহি তেরা কাছে * ছালেক হইবে যদি হামেসা মসগুল॥ রূহু কালেবের সাতে মজিবে বিলকুল * জেকের করিবে তুমি লাগাইয়া দেল॥সহজ না বুঝিবে তুমি লাড়কাইর খেল*বাহার দমেতে লাএলাহা দাখেল করিবে॥ ইল্লাল্লা বলিয়া দম ভিতরে মারিবে * রূহের ঘরেতে আপন দমকে রাখিবে॥ রপ্তে২ সব ঘরের দুওার খুলে জাবে * সব ঘরে দেখিবে লাএলাহা ইল্লেল্লা॥ গাছ পালা পক্ষ আদি জেকের আল্লা২ * এস্কের আগুন যখন দীগুন জ্বলিবে॥ সে ঘরে আল্লারসাতে সাক্ষাত হইবে*সাবধান করি বাবা ছেড়ো নাকো হাল॥ সে আগুনে পড়িলে তুমি ঘটিবে জঞ্জাল * তেছরা মোকামের কথাশুন বাবাজান॥ শুনিলে মুচ্ছিতহৈয়াহইবে

হয়রান * নজর খুলে দেখ বাবা কি হরফ আছে ॥ সব কথা খুলিয়া যে বুলি তোমার কাছে * কি প্রকার সে মোকাম করহে খেয়াল॥ এ সময় ইমান তুমি কর না বাহাল * ছায়াদ আলি বলে আল্লা ভরসা রছুল॥ মোরসেদ হইলে ভাল বাজায় ঢুকুল *· তেছরা মোকামের হাল শোন বাবাজান॥ খেয়াল করিয়া শুন তাহার সন্ধান * শোন যত দিনদার খোদার মকবুল॥ মজবুত করিয়া দেলে করহ কবুল *

• مقام سوم •

* নক্সা তেছরা মোকামের এই *

রাগ পয়ার * এ মোকামের নাম বাবা জানিবে জবরুত॥ মেকাইল ফরেস্তার তাথে জানিবে বশত * পানির মালেক তারে করিল জলিল॥ হামেসা নেঘাবান তাতে আছে মেকাইল * আবে হায়াত তাতে দরওাজা আছে দুই॥ রঙ্গ তার ছফেদ হয় দেখিতে এহা পাই * দুই চক্ষু দরজা নিশ্চয় জানিবে॥ অন্য কিছু খেলাফ বাবা এহাতে না পাবে*পানিতে জেন্দেগী বাড়ে পানিতে জাহান আবাদ ফশল হয় পানিতে গোজরান * পানি যদি না হইত নিকট মরণ॥ পানিতে হায়াত তাজা শুন বিবরণ * দুই চক্ষের মধ্যেখানে দরওাজা নির্ম্মাণ॥ সেই খানে মেকাইলের আসন সাজান *পানির রঙ্গ ছফেদ তার জানিবে সন্ধান॥ জেকের করিবে তাতে হয়ে সাবধান * আল্লার জেকের তাতে নজদিগে জানিয়া॥ তাহার হাদিছ শোন লিখি প্রকাশিয়া * এ মোকামে এই জেকের ওঠে হামেহাল বুঝিবে আপন দেলে করিয়া খেয়াল *

ثم دنا فتدل فكا نا قاب قوسين او ادنا •

এই হাদিছের মানি শোন বাবাজান॥ নজদিগে হাজের করি

নয়ানে নয়ান * চক্ষের উপরে আবরু ভুরু বলে যারে॥ তার নীচে দুই চক্ষু দিল যে তোমারে * চক্ষুর ভাব যেমন জানিবে সমান॥ সেই খানে পাবে তুমি আল্লার মোকান * চক্ষের উপরে দেখ ঝলক দেখায়॥ মেহনত করিয়া বাবা অবশ্য পাওয়া যায় * সেখানে রুহের স্থান উপরে দেখিবে॥ ছেরেতে রগ খেচা তাহাতে পাইবে মাথা মগজ রুহ আরামের স্থান॥ চক্ষের উপরে স্থান জানিবে সন্ধান * রুহের সঙ্গে বাবা আর রগের সহিতে॥ মাথার মগজ আরাম রুহের জন্যেতে * উপরেতে দুই চশমা মোকামের সাত॥ দেলেতে গাথিও বাবা না কর তফাত * তামাম রগের ছের আগে জড়াইয়া॥ মাথার ভিতর মগজ ভরতি করিয়া * উপরেতে দুই চক্ষু নাসিকার নীচেতে॥ এই মকাম সেইখানে জানিবে দেলেতে

الرحمن علي العرش استوي

* ছোলতান নছিরা যি গোয়েদ কালাল্লাহো তায়ালা*
* আর রাহমানো আলাল আরসেছ তাওা—য়ি তফক্কর*
* ছগরে ছগরে দর বাতেনে তাছা ওার কুনাদ *

ছোলতান নছিরা মোকাম আরশ আল্লার॥ খেয়াল করিবে বাবা কথা যে আমার * নাসিকার মধ্যিখানে ছোলতান নছিরা॥ ঐ মকামের বাবা সোন সে মাজেরা * বড় শক্ত এ মকাম কঠিন জানিবে॥ জেকের করিবে বাবা ফেকের ছাড়িবে * সাবধান করি বাবা পাছে নাহি ডরো॥ দেলেতে মজবুত হয়ে তবে কাম করো উপরে খেয়াল জবে করিয়া দেখিবে॥ আমি তুমি আপন পর গুম হয়ে যাবে * খোদাতে খুদি হবে মোকছেদ হাছেল॥ সেই ওক্তে জানিবে তুমি হইবে কামেল * পৌছিবে তহতল আজিম উপরে রৌসন॥ দেমাগের মধ্যিখানে শুনো বিবরণ*দুই চক্ষের উপরেতে এই যে মোকাম॥ নাকের বাসাতে শুনি আছেত মোদাম*ছোল তান নছিরা নাম শুন সে বয়ান॥ সোলতান আল্লার নাম জানিবে নিদান * নছিরা আল্লার বারাম শুন বলি আমি॥ এই খানে ঘুরে ফিরে বুঝিবেক তুমি * আল্লাতালা ফরমালেন আপনা জোবানে আমার আরস আর বসিবার স্থানে * ছোলতান নছিরা স্থান জানিবে সন্ধান॥ আরস কায়েম তাতে নাম যে রহমান * আমার

আসর ছেওা নাহি কার স্থান ॥ মালেক গাফ্ফার আমি রহিম রহমান * রগের নজদিক জান তাহার আসন ॥ চক্ষু খুলে দেখ বাবা স্থির করি মোন * আল্লা যখন আপনি আপন জবানে ॥ ফরমিয়াছে আল্লাতালা আয়েত কোরানে * মেরা কাছে আসিবে যে সন্ধান বলিনু ॥ তোমা হৈতে জুদা আমি কভু নাহি হৈনু* থোড়া ফেকের করো তুমি বাতনের সাত ॥ খেয়াল করিবে তুমি পাবে মোলাকাত ক্রমে সে ছাড়িবে তুমি দুনিয়ার আসা ॥ খেয়াল করিলে তুমি না হবে নৈরাসা * রগের খোন্দল এক ছেরের উপর ॥ মগজের মধ্যি খানে পানির নহর * স্থির হয়ে আছে পানি সে খোন্দল বিচে জাল বন্দি হয়ে রগ মিশিয়া যে আছে* রগের কোটরা এক তাতে পানি ভরা ॥ রহমতের পানি সেই জানিবে মাজেরা * পারা যেন রহিয়াছে কটোরার বিচে ॥ দেখিবে খেয়াল করে যবে আগে পিছে উপরে করিলে নেঘা দেখিবে বাহার ॥ চটক ঐ নুরের কিবা পরিস্কার*চক্ষু নাহি ধরা যায় সেই পারার পর ॥ খেয়াল করিবে তাতে লাগায়ে নজর*সেই পারা জানিবে যে বিজলির মাফিক ॥ এই সব কথা বাবা মোনে রেখো ঠিক * তাহার খেয়ালে তুমি গাফেল না হবে ॥ এই সব কথা বাবা মনেতে রাখিবে * আর এক নেসানা তার সোন বাবাজান ॥ সও লাকাড় ফুল তায় রয়েছে খিলান*সে সব খেয়াল তুমি নাহিক ভুলবে ॥ মেহনত করিলে বাবা মজুরি পাইবে*আর এক আলামত দেখিবে তাহার ॥ এক দানা মতি জান বড় আবদার * খেয়াল করিবে তুমি তাহার উপর ॥ দেখিবে যখন বাবা ভরিয়া নজর * সেই মোকামের কথা কহা নাহি যায় ॥ বলিয়া বয়ান করে সাধ্য আছে কায় * সেই আব মতি জোতে চক্ষের রৌসন ॥ সেই মোকামে গেলে বাবা দেখিবে তখন * ফোকা সিসী দুই চক্ষু দুই দরজায় ॥ লাগাইয়া দেল আল্লা জানেবে সবায় সে মোকামে আপন মোরসেদের রূপ ॥ খেয়াল করিবে তুমি মিসাইয়া রূপ * মেহনত করিবে খুব লাগাইয়া দেল ॥ তবেত হইবে বাবা বড়ই কামেল*ফানা ফিল্লা ও নাফির রছুল জানিবে ॥ মেহনত করিলে বাবা চক্ষু খুলে যাবে * আগে ফানা ফিল্লা বাবা নিস্তির মোকাম ॥ আপনাতে তুমি তাতে জানবে মোদাম*. শুনহ এহার মানি দেল লাগাইয়া ॥ মোরসেদের তরে ফানা লইবে সাহ মাদার ॥

জানিয়া * আপনি হইবে ফানা নেস্ত নাবুদ ॥ নেস্তিতে নেস্ত তিনি আপনি মাবুদ * আপনি যে নেস্ত বাবা হয়ে যাবে ছারা ॥ তবেত তাহার তুমি পাইবে এসারা * রূপে রূপ আপনার রূপ মেশাইয়া ॥ সাবধান করি বাবা চলিবে বুঝিয়া* মোরসেদের রূপ ফানা যখন জানিবে ॥ সেই ওক্তে আপনি যে ফানা হয়ে যাবে * আপে আপ মোরসেদ যবে একরূপ হইবে॥আল্লাজির সাতেতখন মিসিয়া যাইবে পানিতে পানি যেমন চেনা নাহি যায় ॥ সেই রূপ হবে তখন বলিনু তোমায় * ছালেক হইবে যদি কাম কর তার ॥ হামেসা মসগুল রবে জেকেরে তাহার * ফেকের ছাড়িয়া জেকের করোহ ধিয়ান ॥ মরাকেবায় বসে ছাফ করো দেল জান*আইনার মত ছাফ দেলকে করিবে ॥ দেল জান একেবারে মিশিয়া যাইবে*

قال النبي صلى الله عليه وسلم ⊙ من تفكر ساعة
خير من عبادة الثقلين ⊙

কালান্নাবিও ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওচ্ছালামা মান তাফাক্কারা
ছায়াতা খাএরোম-মিন এবাদা হেচ্ছাকালাএন

ছালেক হইবে যদি সিধা রাস্তা ধরো ॥ মোরসেদের ছুরত তেরা দেলের ভিতরো * খুব ভাতে নজর করে ছুরত দেখিবে ॥ অন্য খেয়াল কভু নাহিক করিবে * মোরসেদ কে ফানা যবে দেখিবে নজরে ॥ তার সাতে ফানা রূপে মিসো একস্তরে * তার পরে ফানা যবে আল্লাকে জানিবে ॥ তিন রূপে এক রূপ মিশিয়া যাইবে তখন যে আপনাকে চেনা হবে ভার ॥ মোকছেদ হাছেল হবে দেলের তোমার * মনছুর হাল্লাজ যেমন নেস্ত হইয়া ॥ কিবা মুছিবত লিল জানেতে সহিয়া * তবে তার মতলব বাবা হাছেল হইল ॥ আয়নাল হক বোলে মুখে সদত উঠিল * শুলি পরে খেচা গেল মালুম না ছিল ॥ আয়নাল হক বোল যে নাহিক থামিল সে রূপ হইবে যবে ঘুচে যাবে ধান্দা ॥ মেহনত না করিবে সতত রবে আন্ধা * ছালেক হইবে যদি মোরসেদের রূপ ॥ দিবা রাত্রি ধিয়ান্ করো দেলেতে সে রূপ * যখন হইবে দৃষ্টি রূপের পরিচয় ॥ অন্দর বাহার রূপে হবে দেবালয় * তখন জানিবে বাবা মত

লব হাছেল ॥ সব দায় এড়াইবে না হবে মস্কেল*দো জাহান এক জাহান আল্লার দিদার ॥ তবেত হইবে হাছেল মকছেদ তোমার ফের যে আরজ করি মাফ করো মোরে ॥ কয় দেল আমার যে ওজুদ মাঝারে * শোন২ ওরে বাবা শোন দেল দিয়া ॥ চারি দেল আছে তেরা ওজুদে মিলিয়া * চার দেলের কথা এবে শুন মোন দিয়া ॥ হোস গোস চাই বাবা বলি প্রকাশিয়া * আউওল দেল মদওরি মাথার মগজ ॥ সেই দেলে আছে বাবা তোমার গরজ* মাহতাবের ছুরত বাবা খেয়াল করিবে ॥ মাথার মগজ বিচে দেখিতে পাইবে * সে মকামের এই হাল এইত নিসান ॥ চক্ষু খুলে দেখ বাবা তাহার সন্ধান*দুএমে যে কাল হয় গোবার মেছাল ॥ দুই চক্ষু কাল হয় বলি হামে হাল * সেই চক্ষে কাল রূপ চান্দির চমক ॥ জেগেরের বিচে মোকাম জানিবেক হক * চান্দির মতন দেল ঝলমল করে ॥ খেয়াল করিয়া বাবা দেখিবে অন্তরে * ছিওম দে-লের কথা শোন বাবাজান ॥ সোনবলি নাম তার সোনহে সন্ধান* সোনওয়ি নাম বাবা সোন দেল দিয়া ॥ ফলের নাম সোনরি বলি প্রকাশিয়া*কানের মোকাম সেই ছোরাখের বিচে॥ সেইফুল আছে সেথা নহি হিচ নিচে*লাল ফুল ফুটীয়াছে পদ্দের মেছাল ॥ পাতায় পাতায় লেখা জল্লুহু জালাল * আসরফি সোনার মত খেয়ালে দেখিবে ॥ সেইত দেল তলখ অন্তরে জানিবে*মওাক্কেল আজরাইল সেই দেলে আছে ॥ এবাদত কর বাবা ভয় কিবা আছে* চাহারম দেল আছে খবর তাহার ॥ নিল ফল ফুল তাতে রঙ্গ যে লিলার তাহাতে খেয়াল তুমি করিবে যে ছাফ ॥ সেই দেলে মিসে যাবে নাজানো খেলাফ*সামার রৌসন তাতে দেখিতে পাইবে ॥ সেই দেলেতে আল্লার জেকের উঠিবে * কোদরত আল্লার জান বুঝে ওঠা ভার ॥ কেবা নাম লেয় তাতে উঠে কি প্রকার * আপনার দুই চক্ষু আপনি মূদিবে ॥ বাতুনের চক্ষু খুলে ডুবিয়া দেখিবে * সেই দেলে দুইচক্ষু যখন মিশিবে ॥ আল্লার রূপে তখন আপনিমিসে যাবে * মোরসেদের রূপ বাবা হাজের জানিয়া ॥ সেই রূপে আপ-নার রূপ মেলাইয়া * তবেত হইবি বাবা কামেল ওজুদ ॥ হাছেল হইবে তেরা মামুদ মৌজুদ*মোরসেদ খুলিয়া বল কয় রূপ আছে ॥ কোথায় ঠেকানা তার কেবা কোথা আছে * সোন বাবা দেল

দিয়া রূহের খবর ॥ খেয়াল করিবে বাবা করিয়া ছবর * তিন রূহ আছে বাবা সবুরের মাঝে ॥ চক্ষু খুলে দেখ বাবা বসিয়া মওজে * আমিন মুকিম যারি তিন রূহের নাম ॥ প্রকাশ করিয়া দিনু বুঝে কর কাম * যারি আছে দেলে তাহা সোনহসন্ধান ॥ মাথার মগজে আছে তাহার গোজরান * আমিন নাভির বিচে না আছে বাহার ॥ ছায়ার রূপেতে আছে ছামনে সবার * উপরেতে খেয়াল যবে করিয়া দেখিবে ॥ আমি তুমি আপন পর গুম হয়ে যাবে * খুদিতে খুদি হবে মকছেদ হাছেল ॥ সে ওক্তে জানিবে তুমি হইবে কামেল * পৌছিবে তাহতল আজিম উপরে রৌসন ॥ দেমাগের মধ্যখানে শোন বিবরণ * তার এক নক্সা লিখে দেখাই তোমারে ॥ খেয়াল করিবে বাবা আপন নজরে * এ মোকামে যাওা বাবা বড়ই কঠিন ডাহনে বাঁয়ে খেয়াল করে দেখিবে মামন * এই সব ছাড়িলে বাবা হইবে ছালেক ॥ বাঁচিয়া চলিলে তুমি হইবে মালেক * অধীন ছায়াদ বলে মোরসেদ বড় ধন ॥ মোরসেদ বিহনে কার না হবে সাধন * এক রূপে চার রূপ দেখিবে অপরূপ ॥ পারা মতি বিজলী ফুল একে চারি রূপ * মোকামের নাম বাবা ছোলতান নছিরা আল্লার বারাম তাতে জানিবে নিস্করা * তাহার নক্সা এই লিখিয়া জানাই ॥ চৌঠা মোকাম এই তেরা আগে কই *

চাহারম মোকাম এই নামেতে লাহুত ॥ তালক জিবরিল তাতে আছেন ছাবুত * আসা যাওা হয় তার খাকের পরেতে ॥ যতো
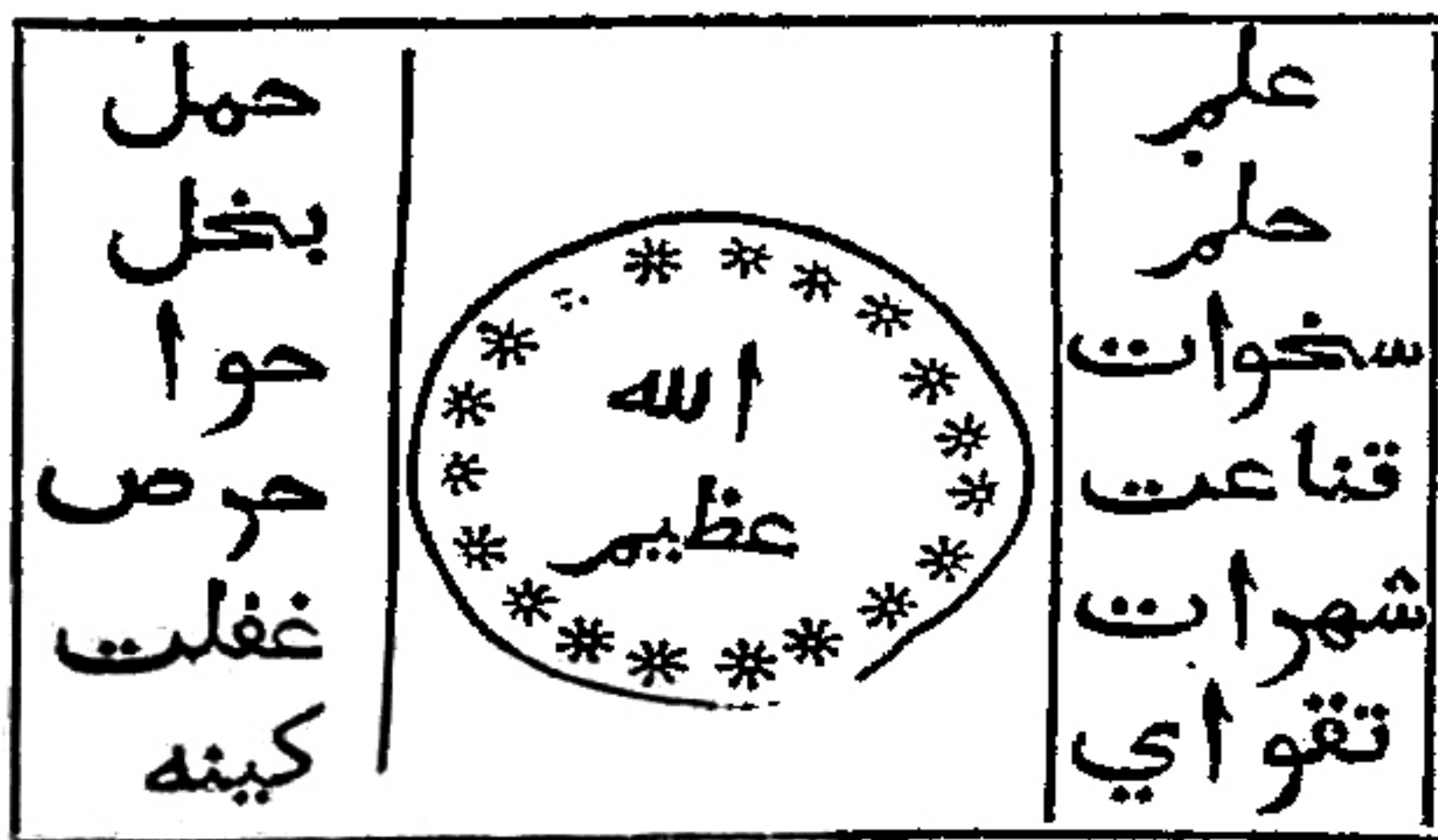
কিছু কারবার জিবরিল হইতে* দুনিয়ায় আসা যাওয়া খবর পৌছায় আল্লা মোহাম্মদের বড় পেয়ারা সে হয় * খাকের মালিক হয় জিবরিল ফেরেস্তা ॥ দেখা সোনা যত কিছু করেন আরাস্তা* রৌসনির উপরে রোসন এই যে মোকাম ॥ খাকের রঙ্গ জরদ হয় জানিবে তামাম* হুহু জেকের উঠে সেই যে মকামে ॥ ভুলে নাই রবে বাবা আল্লাজির কামে * তাহার হাদিছ তুমি সোন দেল দিয়া আল্লাতালা ফরমিয়াছে বোঝ ঠাহরিয়া * আল্লা তালা এ আয়েত নাজেল করিল ॥ ভক্তের জন্যেতে এহা প্রকাশিতে হৈল*

انا في جسد بني ادم وصدره في صدره وقلب في قلب وروح في روح وفي الروح سر خفي وفي الخفي خفي

আনা ফি জাছাদেন বানি আদাগা ও ছাদরোন ফি ছাদরেন ও কালবোন ফি কালবেন ও রুহোন কি রুহেন ওফের রুহে ছেরবোন খাফিয়ন ও ফেল খাফিয়ে খফিয়ন *

বায়েত করিবে জেকের ফেকের ছাড়িয়া ॥ মেহনত করিবে বাবা দেল লাগাইয়া * বাঞের ছাতির নিচে তিন আঙ্গুল বাদ ॥ জেকের খেচিবে তাতে না হবে বরবাদ * যখন তেরা ঘরের দরজা খুলিবে ॥ যেথা যাহা আছে সব দেখিতে পাইবে * সামাল যে সেই খানে বড়ই কঠিন ॥ জেহেল বখিল হাওয়া দেখিবে রাত দিন হেরেছ গাফলত কিনা আছে ভর পুর ॥ এহাতে খালাছ পেলে নাহিক কছুর * দুখ কষ্ট খেয়ে যদি পার হৈতে পারো ॥ রৌসন হইয়া যাবে ঘুচিবে আন্ধারো * বাঞে হৈতে উদ্ধারিয়া ডাহিনেতে যাবে ॥ দুক্ষ না পাইবে বাবা সহজে পোছিবে * এই জন্য বলি বাবা ডাহিন ছাড়িয়া ॥ বাঞেতে মেহনত কর দেল লাগাইয়া* ডাহিনেতে এলেমহেলেম ছাখাওত ॥ কেমাতভাকওা আর জানিবে সহওত * সব ভাল এক মন্দ ডাহিন তরফে ॥ সহওত বুরা যে দেখিবে চক্ষে আপে* এই সব জেকেরে হইবে সাবধান ॥ তামাম খুলিয়া বাবা বলিনু সন্ধান* সিধা রাস্তা ছেড়ে দিলে পড়িবে চক্করে সাবধান করিয়া বাবা বলিনু তোমারে * হীন ছায়াদ আলি বলে

ভাবিয়া রছুল ॥ তুনিয়ায় পড়িয়া আমি হারাই দুকূল* কোন কুলের ভরসা নাই হৈয়া গোনাগার ॥ আল্লা২ করি কেবল এই মাত্র সার* খাছ নাম নাহি লই পেটের জালায় ॥ পেট২ করি মরি কি হবে উপায় * পেটের দায়ে মান যায় কি হবে জেকের ॥ দিন রাত করে মরি পেটের ফেকের * কহে হীন ছায়াদ আলি ভরসা মাবুদ ॥ গোনা হৈতে উদ্ধারিবে ইমান ছাবুদ*

মুরিদ ছওয়াল করে মাদারের ঠাঁই ॥ ভেদ কথা খুলিয়া বলোবলি সব কই * নৈরাকার ছিল যবে প্রভু নৈরাকার ॥ কি রূপেতে ছিল তার আকার প্রকার * কি রূপে আবাদ কৈল সৃষ্টি সংসার ॥ কি রূপে আপন রূপ করিল প্রকার*এই সব কথা আপেখুলিয়া বলিবে মনের সকল ব্যথা নিবারণ হবে * মাদার কহেন বাবা বলি যে তোমারে ॥ কি রূপে সকল ভেদ খুলিব সংসারে * থোড়াছা বয়ান তার সোন বাবাজান ॥ বুঝিয়া করিবে কাজ পাইয়া সন্ধান ॥ পহেলাতে হা ছিলেন তামাম হাহাকার ॥ কিছুমাত্র নেশান তার না ছিল আকার * এস্কের আগুনে তার সাত তাল হৈল ॥ কিরূপ আকার তার কিরূপ আছিল * বলিতে না পারি বাবা সে সব মাজেরা ॥ সে আগুনের কথা বাবা কি বলিব ছারা*তাহাতেজ্বলিয়া আপে হইল আঙ্গার ॥ না ছিল আসক তখন মাশুক দেলদার* আপনার রূপে রূপ আপনি জ্বালিয়া ॥ কিছুদিন এইরূপে গেল গোজারিয়া * রাত দিন বচ্ছর মাহিনা নাই ছিল ॥ হা হা শব্দ সব দিগে উঠিতে লাগিল*কিঞ্চিত এস্কের শব্দ হৈল নিবারণ ॥ হেয়ের মধ্যে কদম তখন রাখে নিরাঞ্জন * হা হে হুই অর্থ যখন হইল আপনার এস্ক হৈতে আপে উপজিল * কতেক মুদ্দত তবে গোজরিয়া যায় ॥ আদম সৃজিব আমি কি করি উপায় * এরূপ ভাবিতে আল্লা আছিল তখন ॥ হুয়েতে আসিয়া তবে পাতিল আশন* হুয়েতে হোবাব হৈল বোল্লা বলে যারে ॥ আপনি প্রকাশ হলেন বিম্বুর ভিতরে*হায়েতে আপনি রয় হেয়েতে মোহাম্মদ ॥ হুয়েতে জাহান পয়দা আদম বুনিয়াদ * হা হে হু হৈতে আপনি মোজুদ আল্লা মোহাম্মদ তখন একই ওজুদ * হুহু আওয়াজ তখন উঠে যে শেথায় ॥ নুরের রৌশনি এক তাহাতে উদয়*শে নুরের আওয়াজ তখন আল্লা২ হয় ॥ ভেদ কথা শোন বাবা বলি যে তোমায়*

রঙ্গত . তাপেস যবে নুরের হইল॥ উপরেতে কালার সোওালা খাড়া হৈল*সেই নুরে ফাতেমা বিবী খাড়া হয়ে ছিল॥ আর চারি অঙ্গের গহনা তার দিল * বিম্ব মিশিয়া তখন প্রকাশ হইল॥ বরকত জননী বলি ডাকিয়া উঠিল * তখন উঠায়ে বিবী ছেপায় আপনি॥ হাতের কাঙ্গনে বার দিলেন আপনি* হা হে হু জানি এই তিন সার॥ নবিজী ফাতেমা বিবী আলি জোরওার * হাছেন হোছেন আর এই পাঁচ জোনা॥ কেহু কম নয় ভাই বুঝিয়াদেখনা সবকথা খুলিনাই খোদার কালাম॥ বুঝিবেন দেলে২ সোন হকনাম আল্লার নুরে মোহাম্মদ তাঁর নুরে সব॥ আঠার হাজার আলম করিবেন রব* সেই নুরে চারি নুর খণ্ড২ কৈল॥ আছমান জমিন আর গাছ পালা হৈল * চার ফেরেস্তা হৈল তাতে বড় জবরদস্ত॥ জোরওার রূপ গুণে আছে বড় মস্ত * জিবরিল এছরাফিল মেকাইল আজরাইল॥ এ চারি ফেরেস্তা কাম বড়ই মুস্কিল* চার মঞ্জেল চার পির আছে চার মোকাম॥ চারে২ অনেক চার আছেত তামাম সরিয়ত মঞ্জেল ভেদ লেহ পাছানিয়া॥ চার মঞ্জেলের হাল দেই বাতাইয়া * ফেরেস্তা জিবরিল দেখ সরিয়ত মঞ্জেলে॥ মোকাম জোবান হরফ দেখ দেলে২ * খাকের রঙ্গ জরদ আতস ছুরত হেকমত সহজ জ্ঞান বলি যে লজ্জত * মুরাদ হর চিজ পয়দা কৈল জেকের॥ পির ওলি কৈল মাফ খবর আখের * মাদার কহেন বাবা শুন দেল দিয়া॥ হকিকত মঞ্জেল বাবা দেই বাতাইয়া * হকিকত মঞ্জেল ভেদ শুনাই তোমারে॥ সেই খানে আজরাইল ফেরেস্তার তরে * জোজ আতস হরূফ জান হয় মাকান॥ লাল রঙ্গ ছুরত ছিয়া করিনু রয়ান*হুকুমে সে হুহু সব্দ উঠে যে আল্লার॥ মুরাত্ত হেয়াত জোজ আতা পর আম্বার * মুরিদ কহিল ফেরআরজ আমার॥ মারফত মঞ্জেল ভেদ কহ সমাচার * কোন ফেরেস্তা মকাম হরফ কোন চিজ॥ কোন রঙ্গ কোন ছুরত কহত আজিজ* মাদার কহেন বাবা শুন দেল দিয়া॥ মারফত মঞ্জেল ভেদ লেহ পাছাদিয়া * এছরাফিল ফেরেস্তা সেই নাকের মকাম॥ হরফ জমিন যে জানিবে ফরমান * রঙ্গ কদ ছুতর ছব তোরস লজ্জত॥ হেকমতের সোর সার সোনহে ছেফত * আল্লাহ আকবর জেকের সোনরে নাদান॥ সে জেকের কবুল কৈল হজরত ওছমান* কহিনু

তোমারে বাবা মঞ্জেল মকান॥ আব আতস খাক বাদ জানহে কোরান * জেন্দা জাগন্তা বাবা চারি মোছাফের॥ চেন্তু তবকাত দেখ সরিয়েত কাদের * জিবরিল এছরাফিল মোকাইল আজরাইল আব আতস খাক বাদ জানিবে দলিল * একে চার আল্লার আলম শুন ফরমান॥ তোমরা দেখহ বাবা কেতাব কোরান * যত কিছু দেখ বাবা শরীর ছাড়া নয়॥ ভাবিয়া দেখহ বাবা কহিনু তোমায় কহে হীন ছায়াদ আ.ল নবি করো পার॥ নবি ছেওা কেহ নাই করিতে উদ্ধার * আর এক ছওাল পির জানাই চরণে॥ বলিয়া দিবেন পীর মানিব যতনে*আরবা অনাছের যত খুলিয়া বয়ান॥ বাতাইয়া দেহ পির ঠাণ্ডা হক জান * মোরসেদ বলেন বাবা পয়ার ছাড়িয়া॥ ত্রিপদীতে বলি বাবা শুন মন দিয়া*

*আরবা অনাছেরের আহওাল বয়ান *

* লঘু ত্রিপদী ছন্দ * শুনহ খবর, মুস্কিল জবর, সহজসামান্য সে নয়॥ পড়িলে চক্করে, অন্ত নাহি পাবে, কত জন খারাব হয় * তাজ সে জেকের, জেকেব দেমাগের, ওজুদের জেকের লয় তাজ॥ জেকের হয় জাত, হয় তার সাত, তবে পাক হয় বেনেয়াজ * জেকের লাহুত, মস্কেল বহুত, তাজ দেমাগ মোকাম॥ জোহরা নজর দেখিবে জেকের, সকল রৌসন তামাম * ছুরত আপ্তাব, দেখিবে সেতাব, তবে হবে সকল কাম॥ মনের ভিতরে, গাথিবে জেকেরে তবেসে পাবে আঞ্জাম * নজদিগ ডাহিনে, দেখিবে নয়নে, বলি অহার সন্ধান॥ পেশানি নজরে, দেখ খেয়াল করে, রৌসন আপ্তাব সমান * দেখিবে সব ঠাই, একছা রৌশন পাই, আইনার বরাবর তায়॥ আমল করিলে, দেখ কুতুহলে, নিশ্চয় বলিনু তোমায় * মোহতাজ না হবে, হাজের পাইবে, কত চিজ মেওাজাত॥ গাএব হইতে, পাইবে খাইতে, সদত হবে মোলাকাত * আছমান জমিন আর রাত দিন, তামাম আলম নজর॥ চৌদা ভুবন, দেখিবেরোসন হামেশা হইবে নজর * জেকের বয়ান, শুনহে সন্ধান, বলি শুন কিছু থোড়া॥ নামাজ আশেকান, শোনহে বয়ান, তওাক্কা খালি হাত জোড়া * এছম তার জাত, নিরালাতে সাত, সব জেকের ছাড়িয়া॥ পাছ আনফাছ, হাজের তার পাছ, খেয়ালেতে হামেশা রহিয়া * দেল আর ওজুদ, করিবে মোজুদ, আনফাছ করিবেতার॥

দমেং দম, খালি নাজায় দম, দমেতে করিবে সোমার * আলেফ এছম, জাতকে মালুম, তাহাকে ধরিয়া নেসান ॥ যত আসে বালা, ভরায় যে বালা, জার কাছে তীর কামান * হাদিছ তাহার, শুন দিনদার, তবে বলি একেং ॥ ছেড়না ছেড়না, ছাড়িলে পাবেনা, সিধা পথ ছাড়িয়া বেকে * ছায়াদ আলি কয়, মরসেদ ভজলে হয়, ঢক্ক নাপড়ে বিহড়ে ॥ ডাহিনে বায়েতে, সিধা পথেং, হাত ধরি লিয়া তারে বাড়ে *

قال النبي عليه السلام خلق الانسان من الطين وخلق الطين من الماء وخلق الماء من النار وخلق النار من الريح وخلق الريح من الكاف ٭

কালান্নাবি আলায় হেচ্ছালাম খালাকাল এনছানা মেনাত্তিনে ও খালাকাত্তিনা মিনাল মায়া ও খালাকাল মায়া মেনান্নার ও খালাকাল ফ্নারা মেনাররীহে ও খালাকাররীহা মেনাল কাফে *

قال عليه السلام الجسد بيت والقلوب سرج والمني دهن والانفاس قلية واسم ربي نار والمرشد نور ٭

কালা আলায়হেচ্ছালাম আলজাছাদো বায়তে ওাল কুলুবো ছেরাজোন ওাল মনিরে দোহম ওাল আন্ফাছো কালিতোন ওাএছমো রাব্বি নারো ত্তোল মরসেদো নুরোন *
এহার যে মানি, শুনং বানি, বয়ান করিয়া বলি আমি ॥ এনছান পয়দা, খাক হৈতে পয়দা, চার চিজে ওজুদ তামামি * চারে চার মিলে, জাইবেক মিলে, আখেরে হইবে কোন ॥ ফায়াকুন ঝুট মুট, সেই কুনে হবে মোট, তখন সেই রূপ এখন * * *
* চার কেতাবের বয়ান * চারি যে কেতাব, পাঠাইলেন রব, চার পয়গম্বরের পর ॥ তৌরিত জবুর, ইঞ্জিল উপর, ফোরকান সবের জবর * মোহাম্মদ মস্তফা, কেয়ামত সাফা, দাউদ আলায় সাহ মাদার ॥

হেচ্ছালাম ॥ ইছা পয়গম্বর, মুছা গুনাকার, এই চার বড় গুনধাম* চারি যে এয়ারে, নবি মস্তফার, আবুবকার উমর ওছমান ॥ আলি জোরওার, পিয়ারা খোদার, ছিলেন বড় পাহালওান * চার মজ্হাব, বলি আমি সব, এমাম আজম আবু হানিফ ॥ এমাম সাফি কুল, আহাম্মদ হাম্বল, এমাম মালেক সারফ * চারি যে তরফ, শুন ভাই আপ, বলি তবে করিয়া বয়ান ॥ মসরেক মগরেব, সেমাল জনুব, এই চারি তরফ মির্ম্মান * চার যে রোকন, বলি যে এখন আবদুল জলিল আর ॥ আবদুল করিম, আবদুর রহিম, আবদুর রসিদ নেককার * মছবর চার রকন, বলি তবে শুন, হজরত আদম এরম ॥ নুহ পয়গম্বর, এব্রাহিম আর, মোহাম্মদ মস্তফা এরম * চারি নফছ সারা, নফছ আম্মারা, নফছ লওমা নাম ॥ জার নফছ মলহমা, নফছ মোত সেয়েনা, এই চার নফছ সবার *আছে চারি তন, ফানা এক তন, জার নাম বলে আনাছার ॥ তন যে কেএফ, তন যে লতিফ, খাকের ওজুদ সবার * লতিফ আরও তন বাকা হৈয়া, মানি জাত হক তালার*চার লোগ অনাছার, তিল্লি পিত্তী আর, সোসা জেগের এই চার ॥ চার লজ্জত অনাছার, খেলওত সিরি আর, খাট্যা তলখ এই চার * চার দরজার, কয় আনাছার, জোবান চসম সবার ॥ নাক আর কান, এই চারি জান, আল্লা দিলেন সবার * চার আছে মওাক্কেল, জীবরিল মেকাইল, এছরাফিল আজরাইল আর ॥ চারজে এছম, নাম যে কলিম, আর বছির নাম তার * হেয়ে ছমিউন, এই চারি নাম, শুন বলি আগেতে তোমার ॥ চার বুনিয়াদ, আনাছার হদ, দেল মগজ হয় যে সবার * নাফ পায় ফানা, বোজ সর্ব্ব জোনা, দেলের মধ্যে এই চার আছে দেল চার, সোন বেরাদর, দেল অবিরত ॥ দেল ছুন্নওর, দেল নিলফর, এই চারি নাম আছে তফাত * রূহু আছে চার, শুন সমাচার, রূহু ছিফলি এক নাম ॥ রূহু উলামি সার; রূহু মলকি আর রূহু কোদছি জার নাম * চার রূহু ছিফলী, তোমার আগে বলি, রূহু নাবাতি জার নাম ॥ রূহু যে জামাদি, হেয়ওান আদি, রূহু এনছানি তামাম * তকাব রূহু ছিফলী, হাল খুলে বলি, গুরদার

আর জেগের হয় ॥ মগজ আর দেল, হয়ে এক দেল, বলিনু নিশ্চয় তোমায় * চার যে তরিক, বলি সব ঠিক, সরিয়ত হকিকত সার আর হয় হকিকত, তার সাতে মারফত, এই হৈল তরিক চাহার চারি যে মোকাম, শুন গুনধাম, নাছুত মলকুত যার নাম ॥ আর যে জবরুত, আছেন লাহুত, এই চার আছেন মকাম * চার এলেম সার, শোন বেরাদার, একে একে বয়ান তাহার ॥ আহাত স্থরয়ানি, কোরবত নেসানি, চার এলেম বেরাদার * মারফত আর, শুন নেককার; দেলে করিয়া একিন ॥ চার যে একিন, আয়নাল একিন্ আর এলমুল একিন * হক্কল একিন; শুনহে মমিন, আর হুওল একিন * আছে চার নুর, ওজুদে সে নুর, নুর আহাম্মদ জার নাম সেই নুর মোহাম্মদ, আহাম্মদে মোহাম্মদ, এক নামে হয় দুই নাম নুরেতে আহাদ, নুর আল্লা আহাদ, নুরেতে ওজুদ জামাল ॥ নুর হয় জাত, নুরে পাকজাত, নুর হৈতে জলহু জালাল * সেই নুর হৈতে, পয়দা সকলেতে, জীব জন্তু রুহানি আল্লার ॥ কোদরতের জোরে, চৌদ্দ ভুবন সারে, তাহার যে মহিমা অপার * আরবা ওনাছার, না জানি হদ তার, জাহাতক কেতাবে পাইনু ॥ এই তক সায়, কেতাব মোর হয়, লিখিয়া সকলে জানানু * আমি যে অধীন, ভাবি রাত্র দিন, উপায় মোর কিছুমাত্র নাই ॥ নাম ছায়াদ আলি. জোড় হাতে বলি, দোওা দিবে মিলিয়া সবাই * পিরের পায়েতে, ছালাম দুই হাতে, কদমের ধুল ছোরমা জানি ॥ দুখের লেবাছ, পেন্দাইল খাছ, নাম মাত্র সরণ রব্বানি*

তামাম হইল পুথি শুনহে এছলাম ॥ সবাকার জোনাবেতে হাজার ছালাম * পরেতে আরজ এই সবাকে জানাই ॥ পড়িয়া শুনিয়া সবে দোওা দিবে ভাই * ইতি সমাপ্ত ॥

* সন ১৩১৭ সাল *